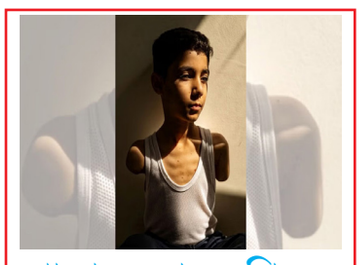

গাজার যুদ্ধাহত শিশুর ছবি ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্য ইয়ার’

সারে-জমিন

কাবিলপুরের ডুগ্রী ব্রিজের বেহাল দশা!

রূপসী বাংলা

মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে কেন আজ ‘এতিম’ হয়ে গেল

সম্পাদকীয়

অভিষেকের সাংসদ কোটার টাকায় বাঁধের কাজ শুরু

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৯ এপ্রিল, ২০২৫
৫ বৈশাখ ১৪৩২
২০ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

অবসরের সময় হয়ে গেছে, রোহিতকে নিয়ে বললেন শেহবাগ

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 105 ■ Daily APONZONE ■ 19 April 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ধুলিয়ানে বিএসএফের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের সত্যতা কতটা?

কলকাতায় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সভা থেকে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গায়ে বিএসএফের পোশাক অথচ পায়ে হাওয়াই চপ্পলের প্রসঙ্গও তুলেছিলেন তিনি। বক্তব্যের মাঝে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে বারংবার প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, গত সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবর একতরফা ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, যা আদতে পুরোপুরি সত্য নয় বলে দাবি করছে এলাকার বাসিন্দারা। এমনকি প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের একাধিক প্রশ্ন রয়েছে– সাধারণ মানুষের বাড়িতে হামলা, লুটপাট কারা করল? কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কেন ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা? লুটপাটের প্রতিবাদ করলে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে? প্রশাসনের গাফিলতি? নাকি মদত? নাকি চক্রান্ত করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য? বিএসএফের পোশাকে হামলা চালাল কারা? বাড়ির দরজা ভেঙে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ কেন করল বিএসএফের পোশাকে থাকা বাহিনী? বিএসএফ প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ কে কি বলছেন, কারা বাড়িঘর লুট করেছে তার সব খুঁটিনাটি তথ্য গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরেছেন ‘আপনজন’ সাংবাদিক সারিউল ইসলাম। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

আপনজন: ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়। প্রথম দিকে সহিংসতা রুখতে বিএসএফ বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিএসএফের অতিসক্রিয়তায় এলাকায় অশান্ত হওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস শুধু নয়, গুলিও ছুড়তে হয়। বিএসএফের গুলি একজন সংখ্যালঘু যুবকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় মানুষজন অভিযোগ করেন, ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলন থামাতে বিএসএফের ‘নির্ভুল নিশানা’ হয়ে ওঠেন মুসলিমরা। তাই বিএসএফের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিএসএফ গুলি চালানোয় একে একে গুলিবিদ্ধ হয় গোলাম মহিউদ্দিন সেখ (২১), হাসান সেখ (১২), মোসারফ হোসেন (১৬) সহ প্রায় ১৬জন। এদের মধ্যে মৃত্যু হয় শুধু মোসারফের। সেই ঘটনা পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলে। বিএসএফও তাদের ‘অত্যাচারের’ মাত্রা বাড়তে দেয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, বেপরোয়াভাবে তারা বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করে। রেহাই দেয়নি এমনকী শিশু ও মহিলাদেরও। বাড়ি বাড়ি ঢুকে বিএসএফের দাপাদাপির খবর পৌঁছে যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। মুখ্যমন্ত্রী তার অভিযোগে বলেন, পরনে বিএসএফের পোশাক অথচ পায়ে সাধারণ জুতো। বিএসএফ কীভাবে কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করে দেখা হবে। এমনকী পরিস্থিতিকে সহিংসাতার রূপ দিতে বিএসএফ বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়ে পাথর ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন। তা নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সমালোচনার মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন তোলা হয়, সত্যিই কি বিএসএফ বা বিএসএফের ছদ্মবেশে ‘অজ্ঞাত’ বাহিনী ধুলিয়ানে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে? নাকি মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা বলছেন? সেই ঘটনার সরজমিন তদন্ত করতে ‘আপনজন’ সাংবাদিক হাজির হন ‘দাঙ্গা’ বিধ্বস্ত ধুলিয়ানে। একের পর এক এলাকা ঘুরে ঘুরে বিএসএফের অত্যাচারের শিকার হওয়া মানুষদের সেই নির্মম অভিজ্ঞতার কথা শোনেন ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে। প্রথমেই ধুলিয়ান পুরসভার হিজলতলা এলাকায় প্রবেশ করতেই স্থানীয়রা জানান, এখানেই রয়েছে সাংসদ খলিলুর রহমানের বাড়ি। অভিযোগ, সেই হিজলতলা কিন্তু রেহাই পায়নি বিএসএফের অত্যাচার থেকে। এ নিয়ে মুখ খোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিএসএফ যে কী নির্মম হতে পারে তার বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনায় উঠে আসে বিএসএফের তাণ্ডবের হাত থেকে রেহাই না পাওয়া নান ঘটনার কথা। এ বিষয়ে হিজলতলার বাসিন্দা এক গৃহবধূ পলি খাতুনের মুখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিযোগের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পলি খাতুন ‘আপনজন’ সাংবাদিককে জানান, ‘বিএসএফ আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাচ্চা-মহিলা কাউকে পরোয়া করছে না, সবাইকে ধরে ধরে মারছিল। তারা বিএসএফের

‘বিএসএফ আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাচ্চা-মহিলা কাউকে পরোয়া করছে না, সবাইকে ধরে ধরে মারছিল। তারা বিএসএফের পোশাক পরে ছিল, কিন্তু পায়ে হাওয়াই চপ্পল। ওরাই আমার পাশের বাড়ির একটা ছেলেকে আমাদের ছাদ থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে।’

পলি খাতুন, *হিজলতলা, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ*

পোশাক পরে ছিল, কিন্তু পায়ে হাওয়াই চপ্পল। ওরাই আমার পাশের বাড়ির একটা ছেলেকে আমাদের ছাদ থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গুলি করেছে।’ বিএসএফ শুধু যে শিশু ও মহিলাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করেছে তা নয়, বিএসএফ রেহাই দেয়নি প্রতিবন্ধী মানুষদেরকেও। অভিযোগ, ওই প্রতিবন্ধী বিএসএফের বাড়িতে ঢোকার প্রতিবাদ করলে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনকী বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। বিএসএফের সেই অত্যাচারের সাক্ষী নাকি আবার স্থানীয় থানার এক পুলিশ আধিকারিকও। কাঞ্চনতলার বাসিন্দা ওই প্রতিবন্ধী যুবক আসমাউল হক বলেন, ‘আমি অক্ষম মানুষ, বিড়ির কাজে যুক্ত। থানার টাউন বাবু প্রভাসের নেতৃত্বে কয়েকজন বিএসএফ আমার বাড়িতে ঢুকে শোকেস, আলমারি

আসমাউল হক
প্রতিবন্ধী, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান

ভেঙে লক্ষাধিক টাকা লুট করেছে। ওই টাকাগুলি বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য রেখেছিলাম। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় তারা। বাড়িতে ঢুকে লুটপাটের অভিযোগ করেছেন এক গৃহবধূ। এমনকী প্রতিবাদ করায় তার স্বামীকেও নাকি বিএসএফ তুলে নিয়ে গেছে। এ সম্পর্কে ধুলিয়ানের কাঞ্চনতলার বাসিন্দা টিনা খাতুন বলেন, বিএসএফ আমাদের বাড়িতে ঢুকে

টিনা খাতুন
বাসিন্দা, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান

আলমারি ভেঙে সব লুট করেছে। আমার স্বামী প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল তাই তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমরা বিচার চাই।’ অনেক পরিবারের বিএসএফের অত্যাচারে ঘরছাড়া এমন অভিযোগও উঠছে। ধুলিয়ান পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নাজিমা খাতুন অভিযোগ

নাজিমা খাতুন
বাসিন্দা, ধুলিয়ান ১৫ নম্বর ওয়ার্ড

করেন, ‘বিএসএফ আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। আমরা এলাকায় থাকতে পারছি না। তাই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি।’ প্রায় একই সুর শোনা যায় কাঞ্চনতলার বাসিন্দা সাহানাজ বিবির গলায়। তিনি আতঙ্ক ভরা

সাহানাজ বিবি
বাসিন্দা, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান

কণ্ঠে বলেন, ‘রাতে বিএসএফ যেভাবে আমাদের বাড়িঘর লুটপাট করছে, আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে কিভাবে থাকব? বিএসএফের অত্যাচারে আমরা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি।’ দিনের বেলায় যেমন বিএসএফের দাপাদাপি তেমনি নাকি রাতের বেলায়ও তারা কম অস্বস্তিতে রাখেনি, এমনটাই অভিযোগ কিছু বাসিন্দার। আর রাতে বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভাঙার পাশাপাশি মহিলারদের আগুনে পুড়িয়ে মারার নাকি হুমকি দিয়েছে। তাই কাঞ্চনতলার সাজাহান সেখ অভিযোগ করেন, ‘রাত সাড়ে ১২ টার সময় দরজা ভেঙে আলমারির সমস্ত গয়নাগাটি লুট করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মেয়েদের সঙ্গে

সাজাহান সেখ
বাসিন্দা, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান

দুর্ব্যবহার, অশালীন আচরণ করেছে তারা। মেয়েরা চিৎকার করলে তাঁদর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল।’ তবে, বিএসএফের বিরুদ্ধে যে শুধু মুসলিম বাড়িতে গিয়ে লুটপাট বা বর্বরতার অভিযোগ উঠেছে তা নয়, হিন্দু বাসিন্দারাও বিএসএফের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। কাঞ্চনতলার বাসিন্দা রিঙ্কু মহাদেব তাই অকপটে ‘আপনজন’কে বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে পুলিশের নাম করে এসে দরজা ভেঙে বাড়িঘর লুট করছে।

রিঙ্কু মহাদেব
বাসিন্দা, কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান

কেউ কিছু বলতে গেলেই তাকে ধরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা উপায় না পেয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি।’ অন্যদিকে, বাড়িতে ঢুকে যে বিএসএফ অত্যাচার চালিয়েছে সে সম্পর্কে একটি ভিডিও ধুলিয়ান এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ‘আপনজন’ যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই অব্যম করেনি। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিএসএফ বাড়ির ছাড়ের উপর উঠে বাসিন্দাদের লাঞ্ছনা করছেন।

ধুলিয়ানে বিএসএফ বাড়ির ছাড়ের উপর উঠে বাসিন্দাদের লাঞ্ছনা করছেন এমন ভিডিও ধুলিয়ান এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুলের এবার ‘সংবিধান নেতৃত্ব যাত্রা’

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশজুড়ে ‘ভারত জোড়ো’ যাত্রা করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এবার এই বছরের শেষের দিকে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে, কংগ্রেস শুক্রবার ‘সংবিধান লিডারশিপ প্রোগ্রাম’ চালু করছে। দলের সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমাজের বঞ্চিত অংশের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ‘সংবিধান লিডারশিপ প্রোগ্রাম’ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
রাহুল গান্ধি বলেন, বঞ্চিত শ্রেণির প্রকৃত অংশ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা হলে ন্যায়বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনি যদি একজন মহিলা, দলিত, মহাদলিত, ওবিসি, ইডব্লুএস, পাসমান্দা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হন বা এই সম্প্রদায়ের যে কোনও একটির নেতৃত্ব দেন তবে আমাদের ‘সংবিধান লিডারশিপ প্রোগ্রাম’-এ যোগ দিন।
সোশ্যাল মিডিয়া এ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধি লেখেন, জাতিভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে আপনাদের অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার লড়াইকে শক্তিশালী করতে একজোট হোন। এখন সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং দৃঢ়ভাবে আওয়াজ তোলার সময়,” হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে রাহুল গান্ধী “#WhiteTshirtMovement” ব্যবহার করেন। ‘সংবিধান লিডারশিপ প্রোগ্রাম’ কর্মসূচির ওয়েবসাইট অনুসারে, ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চল এবং বিহারের জেলাগুলিতে কমিউনিটি সংগঠক এবং একত্রিত হিসাবে কাজ করবেন।
রাহুল বলেন, তারা গর্বের সঙ্গে সাদা টি-শার্ট পরে আন্দোলন সংগঠিত করবে, শিক্ষিত করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। তারা নিশ্চিত করবে যে নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মর্যাদা, অধিকার এবং কণ্ঠস্বর কেবল শোনা যায় না- তারা উচ্চস্বর এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিদের নেতৃত্বের সক্ষমতা সংগঠিত ও বিকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম বলে জানিয়েছে দলটি।
রাহুল বলেন, মহিলা, মহাদলিত, ওবিসি, পাসমান্দা, দলিত, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং ইডব্লুএস সম্প্রদায় থেকে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব নিয়ে আসাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা তরুণ, তৃণমূল নেতা, সামাজিক কর্মী এবং সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তিশালী কণ্ঠস্বরকে কংগ্রেস ও হোয়াইট টি-শার্ট মুভমেন্টের সাথে যুক্ত করতে চাই।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

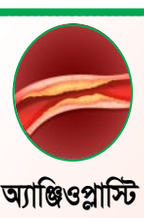

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

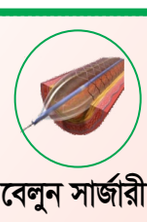

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

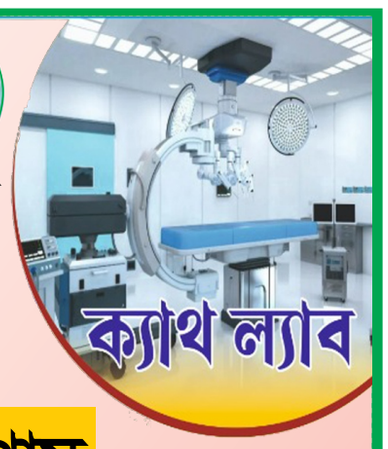

ক্যাথ ল্যাব

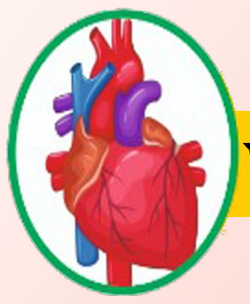

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

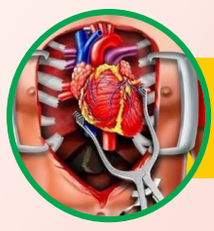

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)

● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।

● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবি কুমারহাটে

জাহেদ মিস্ত্রি ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর ওয়াকফ বাঁচাও কমিটির ডাকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে বারুইপুর সূর্যপুর থেকে বারুইপুর কুমারহাট পর্যন্ত এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়. জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কয়েকহাজার মানুষ কালো পতাকা, জাতীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে এই মহা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে কুমারহাটে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৬শে এপ্রিল ব্রিগেডে মহাসমাবেশে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে সমস্ত মানুষকে বেরিয়ে এসে এই মহাসমাবেশে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিবাদ সভায় মাওলানা জালাল উদ্দিন বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহর নামে দান করা সম্পত্তি কোনভাবেই কেড়ে নিতে দেব না। সমাজসেবী শহিদুল হক বলেন, ওয়াকফ বোর্ডে যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন তাহলে মন্দির কমিটি গুলোতেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ রাখা উচিত। মসজিদ মাদ্রাসা ও কবরস্থানের জায়গাগ বাঁচানোর জন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের পাশে আছে।

বোলপুর শহরে ওয়াকফ মিছিল স্থগিত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আজ শনিবার বোলপুর শহরে হওয়ার কথা ছিল ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় একটি মিছিল ও সমাবেশ হওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হবে না বলে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিলেন উদ্যোক্তারা। সাংবাদিক বৈঠকটি হয় বোলপুর স্টেডিয়াম ময়দানের হল ঘরে। তাদের বক্তব্য, ৫ই মে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি মামলায় উঠবে। তাই ৫ই মে ঐ দিনের সুপ্রিম কোর্টের রায় দেখার পর আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানায় মুসলিম সমাজ কমিটি।

শ্যামপুরে তৃণমূলের পথসভায় মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● শ্যামপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে বেসরকারি করণ ও অস্বাভাবিক পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। মিছিলটি বেলপুকুর কলেজ থেকে খাড়ুবেড়িয়া মোড় পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়। সঙ্গে ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রেরধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলি মোল্লা, শ্যামপুর তৃণমূল সভাপতি নদেবাসী জানা, শ্যামপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কাবিলপুরের ডুগ্রী ব্রিজের বেহাল দশা!

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: সাগরদিঘী ব্লকের অন্তর্গত কাবিলপুর গ্রামের ডুগ্রী ব্রিজ বর্তমানে ভয়াবহ বেহাল অবস্থায় রয়েছে।দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি এখন যাতায়াতের ক্ষেত্রে এক চরম ঝুঁকিপূর্ণ পথে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন কয়েক শতাধিক মানুষ এই ব্রিজ ব্যবহার করে স্কুল, বাজার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে। তবে ইট-বালি সরে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ফাঁকা হয়ে যাওয়া, এবং রেলিং ভেঙে পড়ার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে এবং ছোট-বড় যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান জানান, “ব্রিজটা বহু পুরনো। আমরা বারবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু এখনো কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।” আরেক বাসিন্দা সুমি খাতুন বলেন, “বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।” গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্রিজ সংস্কারের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা চান, এলাকার মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে যেন দ্রুত এই ব্রিজটি মেরামতের কাজ শুরু হয়।

ধুলিয়ানে সম্প্রীতি রক্ষায় পথে তৃণমূল নেতারা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অশান্ত পরিস্থিতির বদল ঘটাতে শুক্রবার বিকেলে ধুলিয়ান শহরের পথে নামলেন শাসক দলের নেতৃত্বরা। জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস এবং শমসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম এদিন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।
তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এলাকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক মানুষ। ধুলিয়ান মিলন মন্দিরের সামনে একটি সম্প্রীতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে তৃণমূল নেতারা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা দেন এবং ঘোষণা করেন, দ্রুতই গঠিত হবে একটি শান্তিরক্ষা কমিটি। তাঁদের কথায়, এই কমিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে তৈরি হবে এবং এর কাজ হবে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। শাসক দলের দুই সাংসদ জানান, “এলাকায় শান্তি ফেরাতেই হবে। যাঁরা অশান্তি ছড়াতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।”

ঢোলায় ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধান বিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে, ২৬ শে এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রনগর হাসপাতাল মোড়ে শুক্রবার বিকেলে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভাতে ঢোলাহাটের বিভিন্ন এলাকার বিশেষ করে নেতাজী ও রবীন্দ্র অঞ্চলের সকল মসজিদের ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাফেজ ফারাজতুল্লা সাহেব।বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ষড়যন্ত্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াকফ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে তাদের পূর্ব পুরুষদের দানকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি গুলো হাতিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে সে ব্যাপারে কড়া সমালোচনা করেন। মুফতি মুস্তাক সাহেব মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস তুলে ধরে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার্থে সকলকে কালা আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মাওলানা নুরুল্লাহ বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আইন প্রত্যাহারের জন্য ২৬ শেষ এপ্রিল বিগ্রেড সমাবেশে উপস্থিত হতে বলেন। দারুল কাজা সম্পাদক এম তাহেরুল হক ওয়াকফ কি এবং তা কেন আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষক নেতা শ্রী লক্ষন মন্ডল বলেন,এ লড়াই কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের লড়াই নয় এ লড়াইয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষদেরএগিয়ে আসতে বলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বজায় রাখতে জনগণকে আহ্বান জানান।প্রবীণ শিক্ষক সুবল চন্দ্র দাস বলেন মোদী সরকার দেশের ধনীদের বন্ধু। তিনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন না।

পারলালপুর হাইস্কুলে রাজ্যপাল দেখা করলেন ঘরছাড়াদের সঙ্গে

নাজমুস সাহাদাত ● বৈষ্ণবনগর

আপনজন: মালদহের বৈষ্ণবনগর পারলালপুর হাই স্কুলে ধুলিয়ান এলাকার ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গতকালই রাজভবনে ঘরছাড়াদের একাংশ ও আতঙ্কিতরা দেখা করেছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে। কথা বলার পরেই সিদ্ধান্ত সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন রাজ্যপাল। আর তাই তিনি আজই শিয়ালদহ থেকে মালদহ স্টেশনে নেমেই কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর এলাকার পারলালপুর হাই স্কুলে শরণার্থী শিবিরে দেখা করতে যাওয়ার কথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। তবে বৈষ্ণবনগরে যে স্কুলে শরণার্থীরা রয়েছেন সেই শিবিরে রাজ্যপাল ঢোকার আগে দূর্গতরা তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তাল হয়ে ওঠে পারলালপুর হাই স্কুল চত্বর। দফাই দাফাই উত্তাল হয়ে ওঠে শিবিরের সামনে। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি বচসা তৈরি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়া শরণার্থীদের অভিযোগ, স্কুলের চারিদিক বন্ধ করে রাখা হয়েছে কারো সাথে তাদের দেখা সাক্ষাৎ বা কথা বলতে দিচ্ছেন না, আক্রান্তদের একরকম বন্দি রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ

শরণার্থীদের। এবং রাজ্যপাল আসার আগেই তাদেরকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়াও বাইরে থেকে যারা খাবার পৌঁছে দিত তাদেরকেও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
শরণার্থী শিবিরে যেসব মানুষরা রয়েছেন তাদের দাবি, ঘরে ফেরানোর আগে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা দিক প্রশাসন। কি মালদহ সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং ও কালিয়াচক-৩ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুকান্ত সিকদারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান আশ্রয় শিবিরে থাকা লোকজন। মালদহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানিয়েছেন, সাধারণ নিরাপত্তা নিয়মাবলি রক্ষা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শুক্রবার সকালে মালদহে এসে পৌঁছান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল। তারাও ওই পারলালপুর হাই স্কুলে ধুলিয়ান থেকে ঘরছাড়া মানুষদের সাথে দেখা করে কথা বললেন মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল। ধুলিয়ানের অশান্তির ঘটনার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজ নেন তারা। জানা গেছে, ধুলিয়ানের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্ত তথ্য দিল্লিতে পেশ করবেন মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল। এছাড়াও মালদহে ঘর ছাড়াদের আশ্রয় শিবিরে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের এক প্রতিনিধি দল। শিবিরে থাকা অসহায়দের সাথে দেখা করে কথা বললেন জাতীয় মহিলা কমিশনের বিজয়া কিশোর রাহাতকর, সদস্য অর্চনা মজুমদার সহ চারজনের প্রতিনিধি দল।

২৬-এর ব্রিগেডকে সফল করতে ফুরফুরায় প্রস্তুতি সভায় ব্যাপক ভিড়

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: নয়া ওয়াকফ বিল বা কালা কানুনের বিরুদ্ধে হুগলির ফুরফুরা দরবার শরীফে জুমাবাদ একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আমরা কোন দেশে বাস করছি যেখানে জনগণের কোন মৌলিক অধিকার নেই। সংখ্যালঘুদের কোন নিরাপত্তা নেই! তারপর মুসলমানদের নিজস্ব ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষতা কে ধংস করছে।নোট বন্দী সহ একাধিক জনবিরোধী নীতি মোদি সরকার রাতের বেলা কায়েম করে দেশ দশের বারোটা বাজাচ্ছে। এই রকম বহু কথা ফুরফুরায় পীরসাহেবদের সভায় শোনা গেল শুক্রবার । দেশের সম্পদ ও সংবিধান রক্ষা করে শান্তিপুর্ন আন্দোলন সংগঠিত করে নয়া ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ করতে হবে। শুক্রবার ফুরফুরা শরীফে নতুন ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় অসংখ্য পীরসাহেবদের ডাকা একটা প্রতিবাদ সভায় কথাগুলো বলেছেন পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী। তিনি বলেন এই প্রথম ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড ময়দানে সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষদের মিলিত ঐক্যে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী বলেন, মোদি মোদি সরকার বলছেন হিন্দুরা খতরেমে হ্যায়, আসলে হিন্দুরা বিপদে নয়, বিপদে রয়েছে দেশ ও তার সংবিধান। তিনি বলেন, আমরা হিন্দু মুসলমানরা এই রাজ্যে কাঁদে কাদঁ মিলিয়ে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করছি।এই হুগলির কিছু দূরে সারদা মায়ের আঁতুরঘর, ব্যান্ডেল চার্চ ও রাজ বল্লভী মন্দির এবং ফুরফুরা শরীফে রয়েছেন যুগসংসকার পীর দাদা হুজুরের বাসস্থান। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী বলেন, নয়া ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংবিধান ও গনতন্ত্র রক্ষা করার জন্য এই সময় সমস্ত মানুষের ঐক্য জরুরি। এই বিষয়ে পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী খুব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। যুক্তি দিয়ে কালা কানুনের ভয়াবহ দিক তুলে ধরেছেন।পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা তাহের সিদ্দিকী,পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী,পীরজাদা আম্মার সিদ্দিকী, পীরজাদা সৈয়দ আফতাব উদ্দিন হোসাইন, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী,পীরজাদা হোজায়ফা সিদ্দিকী সহ ৪০ জন বাগ্মী বক্তারা আলোচনা করে বলেছেন এই কালা কানুন প্রত্যাহার করতেই হবে মোদি সরকার কে।নাহলে আমাদের লাগাতার শান্তিপূর্ণ অবরোধ ও আন্দোলন চলবে। আগামী ২৬ এপ্রিল ব্রিগেডের সভা সফল করার জন্য আহ্বান জানান।

সবজি বিক্রেতা থেকে বসিরহাট জেলার উপমুখ্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামল

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: এক সময় ফুটপাতে সবজি বিক্রি করতেন আর সেখান থেকে আজ তিনি বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক। তবে তাঁর চলার পথটা খুব সহজ ছিল না। নিতান্ত সবজি বিক্রেতা বাবার সঙ্গে নিজেও সবজি বিক্রি করতেন আবার স্কুলে ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে সবজি বিক্রি করা এভাবে চলত ছোটবেলায় লড়াইয়ের দৈনন্দিন রুটিন। শ্যামলবাবুর বাবার সাধ ছিল ছেলেকে ডাক্তার করার। ছেলেও বাবার ইচ্ছেকে তেমনই মর্যাদা দিয়েছেন।
বসিরহাট জেলা হাসপাতালের ডেপুটি সিএমওএইচ শ্যামল কুমার বিশ্বাস। ছোট থেকেই অভাব অনটনের সংসারে বেড়ে ওঠা শ্যামল বিশ্বাসের। তাঁর বাবা স্টেশনে সবজি বিক্রি করতেন। বাবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সবজি বিক্রি করতেন শ্যামলবাবুও। ছোট থেকে দারিদ্রতাকে আঁকড়ে ধরে বড়ো হলেও পড়াশোনায় ত্রুটি ছিল না তাঁর। বর্তমানে সরকারি বড় পদে আসীন হলেও সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোর খোঁজখবর নিতে আজও তিনি ভোলেন না।

তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হৃদয়পুরে। নিজে গরিব ঘরে জন্মগ্রহন করে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেজন্য আজও গরিবের ব্যাথায় প্রাণ কাঁদে তাঁর। বহু গরিব মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন তিনি। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সাক্ষাৎ যেন ঈশ্বরের দূত। ডাক্তারির মাধ্যমে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করেছেন মানবসেবার কাজে। একদিকে অফিসে নিজের কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফেরার পর ছুটে যান নিজের চেনা হৃদয়পুর রেলস্টেশন, সড়ক পথে অসহায় দুঃস্থ মানুষের মুখে দুটো খাবার, বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য। প্রাকৃতিক যেকোন বিপর্যয়েও তিনি থেমে থাকেন না। মহারাষ্ট্রের লাথুরের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় ছুটে গিয়ে টানা সেবা করেছেন আহত মানুষদের।
করোনার সময়ও সমানভাবে নিরন্তন চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গেছেন এই চিকিৎসক। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্যত নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও রোগী দেখে গিয়েছেন শ্যামলবাবু।
মানবদরদী চিকিৎসক শ্যামল কুমার বিশ্বাসকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন নানা পুরস্কারে ভূষিত করেছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ডাক্তারবাবু সত্যিই আজ এলাকার মানুষের কাছে সাক্ষাৎ ভগবানের দূত। আসলে শ্যামল বাবুর মতো চিকিৎসকরা ছোট থেকে স্বচক্ষে অভাব অনাটন আর লড়াই সংগ্রাম দেখে বড় হয়েছেন সেজন্যই হয়তোবা অবস্থা দেখে চুপ থাকতে পারেন না।

চট্টগ্রাম দিবস পালিত হল বহরমপুরে

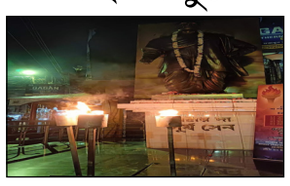

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে এবং দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে নির্ভীক বেশ কিছু কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের নিয়ে মাষ্টারদা সূর্যসেন এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল হয়। এর পর রাত্রি ১০টায় পরাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীন পতাকা উত্তোলিত হয় চট্টগ্রামে। এই সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাতে এবং বিশেষ মুহূর্তটি উদযাপিত করতে ১৮ এপ্রিল রাত্রি ১০টায় এই মহান দিনটি উদযাপন করা হয় বহরমপুরে। উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, পৌরসদস্য জয়ন্ত প্রামানিক, নেপচুন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। মশাল এবং আতসবাজি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যোগ্য শিক্ষকরা পথে নামলেন বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: ২৬ হাজার বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি তাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ন্যায্য বিচার চাই। অভিযোগ ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজ্যের বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বাতিল হয়ে গেছে তাদের চাকরি। আজ তারা কর্মহীন তাই পথে নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পথসভা ও মিছিল করে বোলপুর শহরে পথ পরিক্রমা করে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দরা তাদের ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য।

বৈঠক ভেস্তে গেল, নবান্ন অভিযান নিয়ে অনড় আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: নবান্ন অভিযান নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের সাথে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের বৈঠক ভেস্তে গেলো। শুক্রবার শিবপুর পুলিশ লাইনে হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের সাথে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে। এরপর শিবপুর থানায় বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে আন্দোলনকারীরা বলেন, নবান্ন অভিযান হচ্ছেই। তাতে গুলি খেতেও প্রস্তুত তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বঞ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁরা দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। এরপর এদিন লালবাজারে তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে আলোচনার জন্য।কিন্তু তাদের দাবি একটাই সেটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে নৈঠক। সেই দাবি না মানলে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন তাঁরা। এমনটাই জানান সংগঠনের অন্যতম সদস্য আশীষ খামরুই। শিবপুর থানা থেকে বেরিয়ে তাঁরা এদিন লালবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আন্দোলনকারীরা বলেন, শিক্ষিত সমাজের উপর আবারও লাঠি পড়বে। আবারও গুলি চলবে।
রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দলীয় পতাকা ছাড়া আমরা আহ্বান করেছি। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের পাশে যাতে সবাই দাঁড়ায় এইটুকু আমরা আশা রাখছি। লালবাজারে শেষ দফা আলোচনা হবে। তারপর আর আলোচনার জায়গা নেই। আমাদের অনেক টাকা খরচ করে এখানে আসতে হয়েছে। একই কথা শোনাবার জন্য বারেবারে না ডাকলেই পারতেন।

মদ্যপ ভিলেজ পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় জখম ২

জিয়াউল হক ● পান্ডুয়া

আপনজন: পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত শিবরাই গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে যা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অভিযোগ, এক গ্রামীণ পুলিশের কর্মী সারারাত্রি ফাংশনে মদ্যপান করে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পান্ডুয়ার দিকে রওনা হন। কিন্তু শিবরাই গ্রামে ঢোকার পর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে এক মহিলাকে, পরে আরও এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারেন এবং শেষে একটি গাছে গাড়ি ঠুকে দেন।
দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে এলাকাবাসী তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। তাঁদের মগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, গুরুতর আহত এক বয়স্কা মহিলা, গৌরী মালিককে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার পর সামনে এসেছে আরেকটি ভয়াবহ তথ্য—যে গাড়িটি দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে, সেই গাড়ির নেই ফিটনেস সার্টিফিকেট, নেই বৈধ ইন্সুরেন্স এবং বহুদিনের ট্যাক্স বকেয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে রাস্তায়

চলছিল সেই চার চাকা গাড়ি, তাও আবার একজন পুলিশ কর্মীর হাতেই। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় মানুষজন। প্রশ্ন উঠছে, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের গাড়ির কাগজ চেক করে, জরিমানা করে, তার নিজের গাড়িরই যদি কাগজ না থাকে তাহলে সে কতটা যোগ্য পুলিশ? গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, এই ঘটনাটি পুলিশের নির্লজ্জ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের স্পষ্ট প্রমাণ।
প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। তবে ওই ভিলেজ পুলিশকে আটক করে নিয়ে গেছে পান্ডুয়া থানার পুলিশ, তবে স্থানীয়দের দাবি, দোষী পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তাঁর লাইসেন্স বাতিল করে আইনি প্রক্রিয়া চালু করা হোক।

প্রথম নজর

ভিসা জালিয়াতি: সৌদিতে আটক ৫ শতাধিক মিসরীয় হজযাত্রী

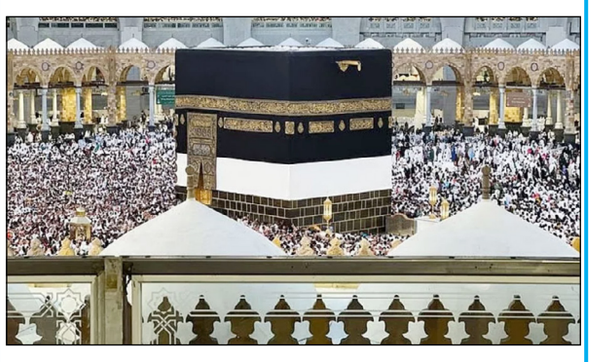

আপনজন ডেস্ক: হজযাত্রার জন্য বৈধ হজ ভিসার পরিবর্তে ট্রানজিট এবং ভিজিট ভিসা ব্যবহারের অভিযোগে ৫ শতাধিক মিসরীয় হজযাত্রীকে আটক করেছে সৌদি আরবের পুলিশ। শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) দেশটির উপকূলীয় শহর জেদ্দার কিং আবদুলাজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে তাদের আটক করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়ে পুলিশ বলেছে, বৈধ হজ ভিসা প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় আটক করা হয়েছে এই যাত্রীদের। শিগগিরই তাদের মিসরে ফেরত পাঠানো হবে।

ইসলাম ধর্মের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে চতুর্থটির নাম হজ। ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে অন্তত একবার হজ করা ফরজ। চলতি বছর ৪ কিংবা ৫ জুন শুরু হবে হজের আনুষ্ঠানিকতা।

প্রতি বছর হজের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সৌদি আরবে আসেন লাখ লাখ মুসল্লি। এই ভিড় সামাল দিতে এবং বৈধ হজযাত্রীদের প্রাপ্য বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি কঠোর নিয়ম জারি করেছে সৌদি। দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শুধু বৈধ হজভিসার অধিকারী মুসল্লিরাই হজের সুযোগ পাবেন এবং যেসব যাত্রীর ভিসায় সমস্যা থাকবে, তাদেরকে আটক করা হবে এবং পত্রপাঠ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এদিকে ৫ শতাধিক হজযাত্রীকে আটকের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নাগরিকদের উদ্দেশে বিবৃতি দিয়েছে মিসরের পর্যটন মন্ত্রণালয়। সেখানে নাগরিকদের সতর্কবার্তা দিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়– এমন কোনো ব্যক্তি বা হজ এজেন্সির ওপর যেন কোনোভাবেই ভরসা না করেন হজ করতে ইচ্ছুক মিসরীয় নাগরিকরা।

আল্পস পর্বতমালায় বসন্তকালীন ঝড়, প্রাণহানি-নিখোঁজের খবর

আপনজন ডেস্ক: আল্পস পর্বতমালা জুড়ে শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) প্রবল বসন্তকালীন ঝড়ের কারণে কিছু এলাকায় এক মিটারেরও বেশি তুষারপাত হয়েছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে ও দুইজন এখনো নিখোঁজ। ভয়াবহ ওই দুর্যোগে স্কি এলাকা বন্ধ হয়ে গেছে, পরিবহন বন্ধ হয়ে হয়েছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আল্পস উপত্যকা সেন্ট-জুলিয়েন-মন্ট-ডেনিস থেকে এএফপি এ তথ্য জানায়।

ঝড়ের কারণে ফ্রান্স, ইতালি ও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট ও ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটি এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

যদিও এপ্রিল মাসে আল্পস পর্বতমালায় প্রায়ই তুষারপাত হয়ে থাকে, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার অস্বাভাবিক এই তুষারপাত কর্তৃপক্ষ ও বাসিন্দাদের অবাক করে দেয়। ইতালিতে দমকল বাহিনী উত্তর পিডমন্ট অঞ্চল থেকে ৯২ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃতদেহ তার বন্যাকবলিত বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে।

ইতালির দমকলকর্মীরা শুক্রবার এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা নিখোঁজ দুজনের সন্ধান অব্যাহত রেখেছে।'

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, 'ভিসেনজায় গাড়িতে থাকা এক বাবা ও তার ছেলে তাদের বাড়ির কাছ থেকে ভেসে গেছেন।'

ইতালির বিমানবাহিনীর আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে, দেশটির উত্তরে 'তীব্র ও প্রচুর' বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা ১,৮০০ মিটার উচ্চতার ওপরে তুষারে পরিণত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, ফরাসি রিসোর্ট ভ্যাল থোরেন্সে, এক নারী তুষার ধসে চাপা পড়ার পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ফ্রান্সের টিগনেসে রাতের বেলায় ১.১ মিটারেরও (সাড়ে তিন ফুট) বেশি তুষারপাতের পর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের ঘরের ভিতরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

টিগনেস-এর হোটেল কর্মচারী ম্যাথিস বলেন, 'সমস্ত গাড়ি ছাদ পর্যন্ত ঢেকে গেছে। বাইরে হাঁটা উদ্বেগজনক।' বেশ কটি অঞ্চলে তুষারধসের ঝুঁকি সর্বোচ্চ স্তরে বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশ কয়েকটি স্কি এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গাজার যুদ্ধাহত শিশুর ছবি 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্য ইয়ার'

আপনজন ডেস্ক: দুই হাত কাটা গাজায় যুদ্ধাহত এক শিশুর হৃদয়বিদারক ছবি 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্য ইয়ার ২০২৫' নির্বাচিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত ওই ছবিটি তুলেছেন ফিলিস্তিনি ফটোসাংবাদিক সামার আবু এলফ। ছবিটি ৯ বছর বয়সী মাহমুদ আজজুরের।

সে ২০২৪ সালের মার্চে গাজা সিটিতে ইসরায়েলের এক বিমান হামলায় দুই হাত হারিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা শুরুর পর ২০২৩ সালের শেষদিকে গাজা ছেড়ে আসেন সামার আবু এলফ। বর্তমানে তিনি কাতারের দোহার মাহমুদের সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে বাস করছেন।

চিকিৎসার জন্য গাজা থেকে বেরিয়ে আসা আহত ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপন নিয়মিত চিত্রবন্দী করছেন এই নারী আলোকচিত্রী।

ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটোর নির্বাহী পরিচালক জুমানা এল জেইন খুরি বলেন, 'এই নিঃশব্দ ছবিটি অনেক কথা বলে। একটি শিশুর গল্প বলে, সঙ্গে একটি বড় যুদ্ধের কথাও বলে–যার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুভূত হবে।'

এ বছরের প্রতিযোগিতায় দুটি আলোকচিত্র রানার আপ নির্বাচিত হয়েছে। একটি গেটি ইমেজেসের জন্য জন মুরের তোলা যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের কয়েকজন অভিবাসীর ছবি।

গাজা সফর করা ভিসা আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া খতিয়ে দেখার নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা এরপর গাজায় গিয়েছিলেন তাদের স্যোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকল কূটনৈতিক ও কনস্যুলার মিশনে এ সংক্রান্ত যে তারবার্তা পাঠিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন, গত ১৮ বছরে গাজা উপত্যকা সফর করেছেন– এমন বিদেশি মার্কিন ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখতে।

অভিবাসী কিংবা অভিবাসী নয় এমন সকল ভিসাধারীরাই এ সোশ্যাল মিডিয়া যাচাই-বাছাইয়ে পড়বেন।

বেসরকারি সংস্থার কর্মী থেকে শুরু করে যারা সরকারি বা কূটনীতিক কাজে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটিতে গিয়েছিলেন তাদের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যত অল্প সময় বা ক্ষণই সেখানে থাকেন না কেন তাদের এই যাচাই বাছাইয়ের মধ্যে পড়েতে হবে।

রয়টার্স জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাইয়ের ফলে নিরাপত্তা-সম্পর্কিত কোনো অবাঞ্ছিত তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ভিসা আবেদনটি জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য তদন্তে পাঠানো হবে।

১৭ এপ্রিলের পাঠানো এই তারবার্তায়ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর স্বাক্ষর আছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তার মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র তারবার্তাটি সম্পর্কে কিছু বলতে রাজি হননি। শুধু জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

এর আগে রুবিও সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, ২০২৫ সালের শুরু থেকে তার দপ্তর ইতোমধ্যে ৩০০টির বেশি ভিসা বাতিল করেছে। এর মধ্যে এমন ভিসাধারী ছাত্রও রয়েছেন, যারা ইসরায়েলের গাজা আগ্রাসনের সমালোচনা করেছেন–যদিও মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, দেশটির অভ্যন্তরে অবস্থানকারী যে কোনো ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত।

ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে বলেছিল, এসব ছাত্রদের কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছেন।

বিশেষ করে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ তীব্রতর হওয়ার পর।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে শিক্ষার্থী ভিসায় দেশটিতে থাকা অনেককে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে, কাউকে কাউকে আটকও করেছে। ,যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তগুলো দেশজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা নিয়ে।

বিশ্লেষকদের মতে, গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশটির ভিসা ও শিক্ষানীতিতে বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব পড়ছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলাকে 'যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থের জন্য হুমকি' হিসেবে দেখছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

গাজায় হামলা নিয়ে এরদোগানের বিবৃতিতে ইসরাইলের নিন্দা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলায় আবারও মুখ খুললেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। এক বিবৃতিতে হামলার নিন্দা প্রকাশ করেছেন তিনি। খবর আনাদোলু এজেন্সির।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনে গাজার গণহত্যা নিন্দনীয়। এমন অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 'চুপ থাকা' আরও বেশি নিন্দনীয়।

এরদোগান বলেন, ইসরাইলের সরকার পাগল হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনে অবিরত গণহত্যা চালাচ্ছে তারা। অসংখ্য নারী ও শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এ হামলার প্রতিবাদ কেবল ধর্মীয় বিষয় না। কেবল মুসলমানদের বিষয় না। এটা একটি মানবিক ব্যাপার, সারা বিশ্বের ব্যাপার। এ হামলার ব্যাপারটি রাজনীতির ঊর্ধ্বে, মানবিকতার বিষয়।

এদিকে হামাসকে নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে ইসরাইল। এতে ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ১০ ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি। তবে হামাস স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চায়। তাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে তারা।

সংগঠনটি বলেছে, তারা গাজা যুদ্ধের অবসান ও ফিলিস্তিনি বন্দিদের বিনিময়ে অবশিষ্ট সব জিম্মিকেই মুক্ত করে দেবে। আর এ লক্ষ্যে একটি সমঝোতা নিয়ে অবিলম্বে আলোচনা করতেও তারা প্রস্তুত।

বর্তমানে হামাসের হাতে ৫৯ জন ইসরাইলি জিম্মি আটক রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪ জন জীবিত বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় অভিযানের নামে বর্বর হামলা চালিয়ে এখন পর্যন্ত ৫১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ইসরাইল। আহত করেছে অন্তত এক লাখ ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে। গত ১৮ মার্চ থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইসরাইলের অমানবিক হামলা এখনো চলছে।

গত ১৮ মাসের ব্যবধানে ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার গাজার ১৮৫ বর্গকিলোমিটারই এখন দখলে নিয়েছে ইসরাইল।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি আলোচনায় অগ্রগতি না হলে সরে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে আবারও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আলোচনায় অগ্রগতি না দেখলে এই যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতির আলোচনা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারে ওয়াশিংটন। ইউরোপ ও ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে আজ প্যারিস থেকে ফেরার আগে এই মন্তব্য করেন রুবিও।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে রুবিও বলেন, 'যুদ্ধবিরতি আসলেই সম্ভব কিনা, সেই সিদ্ধান্ত আমাদের খুব দ্রুত নিতে হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টা যাচাই করতে হবে।' সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি নিয়ে গতকাল রুবিও এবং মার্কিন কর্মকর্তারা প্যারিসে ইউক্রেন, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া বেশ সাড়া পেয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত বিতর্কিত খনিজ চুক্তি সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে ইউক্রেন। শুক্রবার রুবিও জানান, তিনি ও ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ প্যারিসে এসেছেন যুদ্ধ থামাতে নির্দিষ্ট কী কী পদক্ষেপ নেওয়া লাগতে পারে সেই আলোচনা করতে এবং শান্তি প্রক্রিয়া আদৌ সম্ভব কিনা, সেটি জানতে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে যদি মনে হয় যুদ্ধবিরতি সম্ভব না, বাস্তবায়নযোগ্য না, তাহলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়ত বলবেন, আমাদের কাজ শেষ। এটা আমাদের যুদ্ধ না। আমরা যুদ্ধ শুরু করিনি। যুক্তরাষ্ট্র গত তিন বছর ধরে ইউক্রেনকে সাহায্য করেছে এবং আমরা চাই যুদ্ধটা শেষ হোক। কিন্তু এটা আমাদের যুদ্ধ না।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার 'গোপন প্রতিশ্রুতি' সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। সাবেক ব্রিটিশ কূটনীতিক ক্রেইগ মারের বরাতে এমন খবর প্রকাশ করেছে মিডল ইস্ট মনিটর।

সাবেক ব্রিটিশ কূটনীতিক ক্রেইগ মারের দাবি, এরই মধ্যে নেতানিয়াহু প্রশাসনের সঙ্গে গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট।

গোপন প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে, সিরিয়া ২০২৬ সালের মধ্যেই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে, দখলদার রাষ্ট্রটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে এবং উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হবে।

মারের ভাষ্য অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা দেশগুলোর আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা এবং সিরিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহার করানো।

সাবেক এই ব্রিটিশ কূটনীতিক বলেন, 'আমি জানতে চেয়েছিলাম, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর সিরিয়া থেকে প্রত্যাহার এই চুক্তির অংশ কি না। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, উভয় পক্ষ থেকেই এই ইস্যুটি তোলাই হয়নি। যুক্তরাজ্য এটিকে সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় বিষয় হিসেবে দেখে। আল-শারাও ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে মনে হয় না।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের ডিরেক্টরেট জেনারেল ফর ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপ বিশ্বাস করে, আল-জোলানির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অবস্থান গত ১৭ মার্চ ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইইউ প্লেজিং কনফারেন্সে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। মারে আরো জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক কার্যক্রম বিভাগ (ইইএএস) ও আন্তর্জাতিক অংশীদারবিষয়ক মহাপরিচালক দপ্তরের মতে, আল-জোলানির নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নানা শর্ত পূরণে সচেষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়–বিশেষ করে আলাওয়ি ও খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্তি এবং নারী মন্ত্রী নিয়োগ। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। মারে দাবি করেন, ২৪ সদস্যের মন্ত্রিসভায় প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়–যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র–আল-জোলানির অনুগতদের হাতে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩মি.

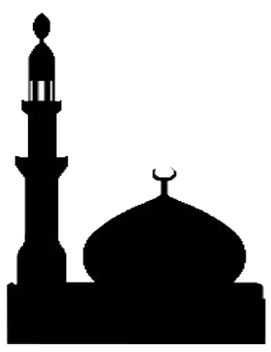

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৯	৫.১২
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৩	
এশা	৭.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

মঙ্গোলিয়ায় টিক-বাহিত রোগে আক্রান্ত ৪৪ জন

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের শুরু থেকে মঙ্গোলিয়ায় মানুষের মধ্যে টিক-বাহিত রোগে কমপক্ষে ৪৪ জন আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেস (এনসিসিডি)। শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) এনসিসিডি এ তথ্য জানায়। খবর এএফপি'র

এনসিসিডি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমানে আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচজনকে দেশের জাতীয় সংক্রামক রোগ কেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বেলুচিস্তানে পুলিশের গাড়িতে হামলা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে পুলিশের গাড়িকে লক্ষ্য করে চালানো হামলায় তিন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতরা বেলুচিস্তান কনস্টাবুলারি প্রাদেশিক পুলিশের সদস্য। হামলায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ২০ জন।

গত মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) সকালে বেলুচিস্তানের মাসতুং জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বেলুচিস্তান সরকারের মুখপাত্র শহীদ রিন্দ এক বিবৃতিতে বলেছেন, কালাত থেকে পুলিশদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) দিয়ে হামলা চালানো হয়। এতে বিস্ফোরণে বেলুচিস্তান কনস্টাবুলারির তিন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের মুসতাং থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরের কোয়েটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এ ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, বেলুচিস্তান কনস্টাবুলারির যে সদস্যরা হামলার শিকার হয়েছেন, তাদের বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টি-মেঙ্গলের (বিএনপি-এম) একটি অবস্থান ধর্মঘটে মোতায়েন করা হয়েছিল।

ইসরায়েলের সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ১৮ মাস ধরে চলা যুদ্ধের ইতি টানতে ইসরায়েলের সর্বশেষ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত দিয়েছে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠন হামাস। বৃহস্পতিবার হামাসের প্রধান আলোচক এক টেলিভিশন বিবৃতিতে বলেন, হামাস যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি 'গঠনমূলক' চুক্তি চায়।

এই বক্তব্য এমন সময় এসেছে, যখন গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হওয়ার খবর দিয়েছে সেখানকার সিভিল ডিফেন্স বাহিনী। নিহতদের বেশির ভাগই বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি শরণার্থীশিবিরের বাসিন্দা।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, তারা এই হামলার ঘটনার তদন্ত করছে।

হামাসের একটি সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানায়, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের সর্বশেষ প্রস্তাবের লিখিত জবাব মধ্যস্থতাকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রস্তাবে ৪৫ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে হামাসের হাতে থাকা ১০ জীবিত জিম্মির মুক্তির কথা বলা হয়েছিল।

হামাসের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রস্তাবে বলা হয়, এক হাজার ২৩১ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে এবং গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

যে সহায়তা গত ২ মার্চ থেকে সম্পূর্ণ অবরোধের মুখে রয়েছে।

আনন্দ সংবাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আনন্দ সংবাদ

দানবীর কুরানীয়া মডেল মাদ্রাসা

ভর্তি চলছে

আবাসিক বালক বিভাগ

নাজেরা ● হিফজ

আসন সংখ্যা সীমিত

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

আমাদের বৈশিষ্ট

- অভিজ্ঞ ইলমি শিক্ষক দ্বারা পাঠদান
- বিশুদ্ধ হরফ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- ইয়াদ মজবুত করার লক্ষ্যে দৈনিক প্রশ্নোত্তর।
- আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ গড়ে তোলা।
- আমল আখলাকের প্রতি বিশেষ নজরদারি।
- আরবি সহ বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব।
- দুর্বল ও অমনযোগী ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থায় মনযোগী করে তোলা
- স্বাস্থ্য-সম্মত খাবার এবং সুন্দর-মনোরম পরিবেশ।
- হামদ-নাত ও ইসলামিক সঙ্গীত চর্চা করানো হবে।
- ক্যাম্পাসটি সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- আদর স্নেহের সঙ্গে ছাত্রদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।
- মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা।

মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আপনার সন্তানকে আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ বানানোর জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন- ৭১১৩১২

যোগাযোগ ঃ- ৯১৪৩০৭৬৭০৮ ৮৫১৩০২৭৪০১

পরিচালনায় ঃ দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১০৫ সংখ্যা, ৫ বৈশাখ ১৪৩২, ২০ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

বিরূপ জলবায়ু

প্রকৃতির নিজস্ব রীতিনীতি রহিয়াছে। এই রীতিনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরিবর্তন। সময়ের বিবর্তনে আমাদের পৃথিবী বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই পর্যন্ত আসিয়াছে। ৪৫০ কোটি বত্সরের পুরাতন এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস মাত্র আড়াই লক্ষ বত্সর। তাহার পরও স্বীয় বুদ্ধির জোরে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই গ্রহে মানুষই একমাত্র প্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার আচরণকে বুঝিতে শিখিয়াছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিকট ভবিষ্যতে প্রকৃতি কেমন আচরণ করিবে–তাহাও বলিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক বত্সরগুলিতে প্রকৃতি হঠাত্ বিরূপ আচরণ শুরু করিয়াছে। বিশেষ করিয়া, ২০২১ সালের প্রারম্ভ হইতে সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়া হইয়া উঠিয়াছে চঞ্চল। এই মুহূর্তে বিশ্বের বহু দেশের মানুষকে ভয়ংকর দাবদাহে পুড়িতে হইতেছে, কোথাও আবার যুঝিতে হইতেছে অতিরিক্ত বন্যা ও দাবানলের সহিত। আবহাওয়ার এমন চরম আচরণ মূলত মনুষ্যসৃষ্ট।

২০২৩ সাল ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের উষ্ণতম বত্সর। চলতি বত্সরের উষ্ণতা গত বত্সরকেও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন আবহাওয়াবিদরা। ভারতের বেশ কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যে থার্মোমিটারের পারদ উঠিয়াছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। প্রচণ্ড দাবদাহে সমগ্র দেশের জনজীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এইগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। শিল্পায়নের শুরু হইতেই আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়াইয়া বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের ভারসাম্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস ক্রমেই পৃথিবীর জলবায়ুকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের উত্তাপকে আটাকাইয়া রাখে। সেই উত্তাপ আবার বিশ্বের সকল জায়গায় সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে না, যাহার পরিণতি হইতেছে আবহাওয়ার এমন অস্বাভাবিক ও চরম রূপ। সময়ে অসময়ে দেখা যাইতেছে বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বার আঘাত হানিয়াছে। আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা করিতেছেন–আগামী বত্সরগুলিতে সমগ্র বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারাত্মক রূপ ধারণ করিবে। আমাদের দেশের কাঠামো ও মানুষের শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইলেও জলবায়ুর পরিবর্তনের সহিত পাল্লা দিয়া নিজেদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই মুহূর্তে অতিরিক্ত দাবদাহে দেশের মানুষ জরাজীর্ণ। ঝড়ের সময় তাপমাত্রা কিছুটা কমিয়া আসিলেও অন্যান্য ভোগান্তি বাড়িয়া যায় বহু গুণে। কালবৈশাখী কিংবা অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার সময় ভারতের রাজধানীসহ বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল পানিতে তলাইয়া যায়। ইহার কারণে যাতায়াতব্যবস্থায় ব্যাঘাত তো ঘটেই, তাহার পাশাপাশি অবস্থা আরো বেগতিক হইয়া যায় যখন কোনো বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া পানিতে পড়ে। ইহার পূর্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সময় বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া পড়ার কারণে একাধিক মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। এই ধরনের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইল নজরদারির অভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠা অবৈধ বৈদ্যুতিক খুঁটি ও মাকড়সার জালের মতো ছড়াইয়া থাকা বৈদ্যুতিক তার। অতিরিক্ত গরমের দিনে এই সকল বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হওয়ার কারণে প্রায়শই অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দেখা যায়। রাজধানী শহরে যত অগ্নিকাণ্ড ঘটে তাহার অধিকাংশই এই সকল বৈদ্যুতিক অব্যবস্থাপনাজনিত কারণে ঘটিয়া থাকে।

সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবী জুড়িয়া আবহাওয়ার রূপ ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক; কিন্তু এই ভিন্নতাকে বাড়াইয়া চরম ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই মুহূর্তে আমাদের উপর এই বৈরী আবহাওয়ার প্রভাব কমাইয়া আনাটাই শুধু চ্যালেঞ্জ নহে, আমরা ইতিমধ্যে যেই চরম ভাবাপন্ন পরিস্থিতির মুখে পতিত হইয়াছি, তাহার সহিত কীভাবে খাপ খাওয়াইয়া চলা যায়, সেইটাও শিখিতে হইবে। এমন অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাইয়া বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ তপ্ত পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

•••••••••••••

ভারতের মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে কেন আজ ‘এতিম’ হয়ে গেল

সরকার যে মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে ওয়াকফ ব্যবস্থার সংস্কার করছে–দাবিটা সন্দেহজনক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত ১০ বছরে সরকার যেভাবে মুসলমানদের নিয়ে নির্লিপ্ত থেকেছে, তাতে এ দাবি বিশ্বাসযোগ্য হয় না; বরং এটাকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির আরও একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। লিখেছেন **জাকিয়া সোমান।**

সরকার যে মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে ওয়াকফ ব্যবস্থার সংস্কার করছে–দাবিটা সন্দেহজনক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত ১০ বছরে সরকার যেভাবে মুসলমানদের নিয়ে নির্লিপ্ত থেকেছে, তাতে এ দাবি বিশ্বাসযোগ্য হয় না; বরং এটাকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির আরও একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই বিল পাস হতো না, যদি না তথাকথিত মুসলিম-সমর্থক রাজনীতিবিদ চন্দ্রবাবু নাইডু, নীতীশ কুমার ও জয়ন্ত চৌধুরীর মতো নেতারা সমর্থন দিতেন।

ফলে এটা স্পষ্ট, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রে মুসলমানরা আজ পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে অনাথ। বিচার চাওয়ার মতো আর কোনো নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি তাদের পাশে নেই। যেসব দল নিজেদের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বলে দাবি করে, তারাও অনেক সময় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে পরোক্ষভাবে এগিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম হয়েছে। এটি ভারতের সংবিধানিক অভিযাত্রার পথে এক অন্ধকার অধ্যায়। ওয়াকফ হলো ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী একটি ধর্মীয় দানব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি দরিদ্রদের কল্যাণে দান করেন। এরপর সেটি আর ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে না। সেই সম্পত্তি আল্লাহর নামে দান করা হয়। এই সম্পত্তির মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন অনুযায়ী এগুলো চলে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে এগুলোর তদারকি হয়। রাজ্য সরকারগুলো এই সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো সমস্যা হলে তা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে ওঠে।

যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের এক হয়ে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এখন জরুরি। মুসলমানরাও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

গণতান্ত্রিক চেতনায় দৃঢ় কোনো নেতৃত্ব মুসলিম সমাজে এখন চোখে পড়ে না। এই দুর্বল নেতৃত্বই পুরো সম্প্রদায়ের এক বড় সমস্যা।

স্বীকার করতে হবে, অনেক ওয়াকফ বোর্ডই দুর্নীতিগ্রস্ত বা অকার্যকর। অনেক জায়গায় বেসরকারি দখলদারি বা জমি জবরদখলের অভিযোগও রয়েছে। তবে এ রকম সমস্যা ভারতের সাধারণ জমি, জলাশয় বা বনভূমিতেও দেখা যায়। এই দখলদারির কারণে দরিদ্রদের পক্ষে ওয়াকফের সুবিধা পাওয়া কঠিন করে তোলে। ফলে ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্যটাই বাধাগ্রস্ত হয়। তাই একটা সার্বিক সংস্কার দরকার। এই সংস্কার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দাবি করেছেন অনেক সচেতন নাগরিক ও সংগঠন।

ওয়াকফ হলো ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী একটি ধর্মীয় দানব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি দরিদ্রদের কল্যাণে দান করেন। এরপর সেটি আর ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে না। সেই সম্পত্তি আল্লাহর নামে দান করা হয়। এই সম্পত্তির মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন অনুযায়ী এগুলো চলে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে এগুলোর তদারকি হয়। রাজ্য সরকারগুলো এই সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো সমস্যা হলে তা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে ওঠে।
যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের এক হয়ে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এখন জরুরি। মুসলমানরাও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। গণতান্ত্রিক চেতনায় দৃঢ় কোনো নেতৃত্ব মুসলিম সমাজে এখন চোখে পড়ে না। এই দুর্বল নেতৃত্বই পুরো সম্প্রদায়ের এক বড় সমস্যা। স্বীকার করতে হবে, অনেক ওয়াকফ বোর্ডই দুর্নীতিগ্রস্ত বা অকার্যকর। অনেক জায়গায় বেসরকারি দখলদারি বা জমি জবরদখলের অভিযোগও রয়েছে। তবে এ রকম সমস্যা ভারতের সাধারণ জমি, জলাশয় বা বনভূমিতেও দেখা যায়। এই দখলদারির কারণে দরিদ্রদের পক্ষে ওয়াকফের সুবিধা পাওয়া কঠিন করে তোলে। ফলে ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্যটাই বাধাগ্রস্ত হয়। তাই একটা সার্বিক সংস্কার দরকার। এই সংস্কার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দাবি করেছেন অনেক সচেতন নাগরিক ও সংগঠন।

কিন্তু বর্তমান সরকার হঠাৎ মুসলমানদের কল্যাণের কথা বলে এত বড় উদ্যোগ নিচ্ছে–এটা সন্দেহজনক। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার মুসলিম সমাজকে না জানিয়ে, আলোচনায় না বসেই করা হলে, সেটাকে নিছক হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এর আড়ালে আরও গভীর শঙ্কা লুকিয়ে আছে। বাস্তবতা হলো, গত দশ বছরে সরকারের কোনো কার্যকলাপে মুসলমানদের প্রতি আন্তরিকতা দেখা যায়নি; বরং প্রতিনিয়ত বাড়ছে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর বিভাজনের রাজনীতি।

গরু রক্ষার নামে গণপিটুনি, লাভ জিহাদ বা করোনা জিহাদের মতো কাল্পনিক ধোঁয়া তুলে মুসলমানদের হয়রানি করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সরকার বরাবর নীরব থেকেছে। উত্তর প্রদেশে বুলডোজার এখন সরকারিভাবে শাস্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার নামে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীরা প্রশাসনের প্রশ্রয়ে যা খুশি তা-ই করছে। নির্বাচনের সময় মুসলিমবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার এখন যেন স্বাভাবিক ব্যাপার।

মোগল, মাছ-মাংস এসব শব্দই এখন মুসলমানদের বিপক্ষে ইঙ্গিত হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য চালু থাকা বৃত্তি প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাতের মুসলমান ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। পার্কে শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ পড়লেও পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। এমনকি ঈদের নামাজ রাস্তায় পড়াও অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বাস্তবতায় সরকার দাবি করছে, ওয়াকফ আইন সংশোধন করছে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হলো, হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে আরও উসকে দেওয়া। বিলটি পাস করানোর আগে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচার চলেছে, মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের জমি দখল করে নেবে ওয়াকফের নামে। এনডিএ জোট এই মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে বিহার নির্বাচনে সুবিধা নিতে চায়। এই বিল জমি ও সম্পত্তির ওপর বড় ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারও হতে পারে। কারণ, এই খাতে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের দুর্নীতি বিদ্যমান।

এই ওয়াক্ফ সংশোধন বিল সরাসরি সংবিধানের মূল চেতনার ওপর আঘাত করেছে। এটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে।

সংখ্যালঘুদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, সেটিও এতে খর্ব হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্ত একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপ।

সরকার যদি সত্যিই বৈচিত্র্য ও সমান অধিকার চায়, তাহলে তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ডে কি মুসলমান, খ্রিষ্টান বা পার্সিদের নিয়োগ করবে? যদি সত্যিই সব ধর্মের জন্য এক আইন দরকার হয়, তাহলে তা হোক ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আওতায়। সব ধর্মস্থলের জন্য এক নিয়ম হোক। নতুন আইন অনুযায়ী, কেউ ওয়াকফ করতে চাইলে তাঁকে আগে কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে মুসলমান থাকতে হবে। এই বিধান করে ওয়াকফকে একধরনের বেসরকারি প্রকল্পের মতো সাজানো হয়েছে।

এই বিল আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তবে আসল লড়াইটা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে হওয়া দরকার। যাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের এক হয়ে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এখন জরুরি। মুসলমানরাও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

গণতান্ত্রিক চেতনায় দৃঢ় কোনো নেতৃত্ব মুসলিম সমাজে এখন চোখে পড়ে না। এই দুর্বল নেতৃত্বই পুরো সম্প্রদায়ের এক বড় সমস্যা।

অবশ্য দমন-পীড়নের মুখে থাকা একটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে সব সময়ে নেতৃত্বের দাবি তোলা অন্যায্যও বটে; কিন্তু পবিত্র কোরআনের বাণী মনে রাখতে হবে–আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ভারতীয় সংবিধান এখনো আমাদের আশার জায়গা, যেখানে একতা ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমাদের দরকার এমন একটি বৃহত্তর গণ-আন্দোলন, যেখানে ধর্মের বিভাজন পেরিয়ে সবাই মিলে ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়বে।

যেমনটা আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখেছি। সিএএ-এনআরসি, লাভ জিহাদ আইন, আর এখন এই নতুন ওয়াকফ আইন–সবই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এখন সময় হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে এক শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক চেতনার নেতৃত্ব গড়ে তোলার। নেতৃত্ব হোক মুসলিম, হোক বা অমুসলিম–যাঁরা আমাদের সংবিধান, সাম্য আর সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলবেন, তাঁরাই হোক আমাদের ভরসা।

জাকিয়া সোমান সহপ্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন

সৌজন্যে: দ্য ওয়্যার

জ্যোতি ঘোষ

গ্লোবাল সাউথকে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের খেসারত দিতে হবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে হঠাৎ করে ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপ করেছেন, তাতে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। শেয়ার ও বন্ড বাজারে ধস নেমেছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। বিশেষ করে যেসব দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এর ফলে এমন একটি বৈশ্বিক মন্দা শুরু হতে পারে, যা পুরোপুরি মানবসৃষ্ট এবং যার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে।

বেশির ভাগ ‘পারস্পরিক’ শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করার ট্রাম্পের ঘোষণায় বাজার কিছুটা শান্ত হয়েছিল। কিছু শুল্ক স্থগিত রাখলেও যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ সাধারণ শুল্ক এখনো বলবৎ আছে। ট্রাম্প আরও নতুন শুল্ক দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

সব মিলিয়ে এসব পদক্ষেপ আমদানি করা পণ্যের সরবরাহ কমাবে, যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের জন্য দাম বাড়াবে এবং যেসব দেশ পণ্য রপ্তানি করে, তাদের ওপর বাড়তি চাপ ফেলবে। ভবিষ্যতের আলোচনাতেও খুব আশার কিছু নেই। ট্রাম্প আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বিদেশি নেতাদের সম্মান দেখান না।

চীনা পণ্যের ওপর ট্রাম্পের সাম্প্রতিক শুল্ক বৃদ্ধি চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যযুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই শুল্ক ১৪৫ শতাংশে তোলা মূলত প্রতীকী। এটি চীন যেভাবে নিজের শুল্ক বাড়িয়েছে, তার পালটা পদক্ষেপ। কারণ, আগের ১০৪ শতাংশ শুল্কেই চীনা পণ্যের বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করা অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক হয়ে পড়েছিল।

মূলত ট্রাম্প প্রশাসন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার সংকেত দিচ্ছে। এর ফলে চীনা কাঁচামালের ওপর নির্ভর যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা ও দেশীয় উৎপাদনকারীরা গভীরভাবে প্রভাবিত হবে। সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে পণ্যের সরবরাহব্যবস্থায় ইতিমধ্যে বড় ব্যাঘাত ঘটেছে। বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা অবধারিতভাবে বিনিয়োগ কমিয়ে দেবে। ব্যবসাগুলো নতুন প্রকল্প স্থগিত রাখবে, পরিকল্পিত সম্প্রসারণ পিছিয়ে দেবে, ভবিষ্যতের পরিস্থিতি বোঝার অপেক্ষায় থাকবে। এর ফলে মন্দা দেখা দেবে আর তা যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এর চেয়েও খারাপ বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র এই বাণিজ্যযুদ্ধে চীনকে হারাতে পারবে না। চীনা সরকার ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নিচ্ছে। যেকোনো সময় এই দুই পরাশক্তির মধ্যে চলমান অর্থনৈতিক লড়াই বড় ধরনের আর্থিক সংকটে বা এমনকি সামরিক সংঘাতে রূপ নিতে পারে। ইতিমধ্যেই বিপদের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। বহুদিন ধরে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ডের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ওপর বিশ্বব্যাপী আস্থা কমছে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার, বন্ড এবং ডলারের দরপতন দেখা যাচ্ছে। মার্কিন ট্রেজারি বন্ড আর আগের মতো বিশ্বের সম্পদের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে পারছে না।

আগের অনেক আত্মঘাতী অর্থনৈতিক সংকটের মতো এবারও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সবচেয়ে বেশি ভুগবে উন্নয়নশীল বিশ্ব। রপ্তানি আদেশ বাতিল হওয়া বা বিলম্বিত হওয়ার কারণে অনেক দেশের উৎপাদন কমে গেছে এবং বেকারত্ব বেড়েছে। এর পাশাপাশি আর্থিক অস্থিরতা এমন এক সময়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

এই পরিস্থিতির প্রভাব ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারি ঋণের ওপর পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে যেসব দেশ দরিদ্র বা মাঝারি আয়ের, তাদের অবস্থা আরও খারাপ। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত আগের এক মাসে এসব দেশের মার্কিন ডলারে নেওয়া ঋণের মূল্য গড়ে ২ দশমিক ৯ শতাংশ কমে গেছে, আর সেই ঋণের ওপর সুদের হার (ফলন) বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, গ্যাবনের মতো আগেই ঋণের চাপে থাকা দেশগুলোতে সরকারি ঋণের দাম ১০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। অর্থাৎ এসব দেশের জন্য বিদেশ থেকে টাকা ধার নেওয়া এখন আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এ রকম দেশগুলো বহু দশক ধরে অনেক দেশ মুদ্রার মান কমে যাওয়া, ঋণের সুদের হার বেড়ে যাওয়া, বাজেট-ঘাটতি, বাধ্যতামূলক ব্যয়ছাঁটাই এবং দেশীয় বাজারে অস্থিরতার কঠিন চক্রে আটকে আছে। এর ফলে বিনিয়োগ ও ব্যক্তি খাতের কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য শিক্ষাটা খুব পরিষ্কার। এখন শুধু বিশ্বায়িত বাণিজ্যই ধ্বংসের পথে নয়, বরং যারা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল অর্থায়নের সন্ধানে আছে, তাদের জন্য আর্থিক বিশ্বায়নও দিন দিন আরও অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ট্রাম্প বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে চান। কারণ তাঁর মতে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে ঠকাচ্ছে। এ অবস্থায় অনেক উন্নয়নশীল দেশ হয়তো নতুন করে ভাবতে শুরু করবে, যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না, তেমন ব্যবস্থায় তারা থাকবে কি না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে না ওঠে, ততক্ষণ এই যাত্রাপথ খুব সহজ হবে না।

জ্যোতি ঘোষ ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

ওয়াকফ নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় জয় হবেই, দাবি ড. শামসুলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে বহু সংগঠন মামলা করেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আছে জনস্বার্থ মামলা। পশ্চিমবাংলা থেকে সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করেন খিদিরপুর করেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিভিন্ন সংগঠনের ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ তথা দেশ বাচাও, বাংলা নাগরিক কমিটির সভাপতি ড. শামসুল আলম। এ ব্যাপারে শাসমুল আলম বলেন, গত ১২ এপ্রিল আমি ২০২৫ ওয়াকফ সংশোধনী আইন দাবি করেছি সংবিধান বিরোধী হওয়ার কারণে একে খারিজ করার উদ্দেশে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি। তিনি বলেন, নয়া ওয়াকফ আইনে সংবিধানের ১৮ ধারার ওয়াকফ সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার দাবি, আইনের সমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে এই আইনে।হিন্দু ধর্মীয় ট্রাস্টে কোন অহিন্দু যেতে পারে না, অথচ এই আইন সমতার অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু মুসলিম। ওয়াকফ পরিষদ ও বোর্ডে অমুসলিম তথা হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ অযোধ্যা রাম মন্দির ট্রাস্টে কি কোন মুসলিম বা অ-হিন্দুকে রাখা হয় না। ২১ ধারার ন্যায় বিচার থেকে মুসলিমরা তাই ১০০ শতাশ বঞ্চিত হবে। তিনি শীর্ষ আদালতের মহামান্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানান, এই ২০২৫ ওয়াকফ আইন অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক, স্বৈরাচারী ও জনস্বার্থ বিরোধী হবার জন্য একে বাতিল করা হোক এবং ওয়াকফকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তার আশা এই মামলায় সংখ্যালঘুদের জয় হবেই।

ওয়াকফ নিয়ে হিউম্যান রাইটস নেতৃত্ব সরব

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদের জোয়ার বইছে। সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে, সংখ্যালঘু মহল ও সমাজের বিদ্বজনরা মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ সভা, অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকেই। পশ্চিমবাংলা থেকেও একাধিক রিট পিটিশন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করার দাবিতে সুর চড়ালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কনভেনার ড. সহিদুল হক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন সহিদুল হক। তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘু বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে । এই আইন খোলাখুলি ভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ । ভারতীয় সংবিধান কে সমুন্নত রাখার জন্য এই কালা কানুন কোনভাবেই মেনে নেওয়া উচিত নয় । প্রধানমন্ত্রী নিজেও ওয়াকাপ সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের অবস্থানে স্পষ্ট করেননি, বরং ওয়াকাপ সম্পত্তিগুলি যে কেন্দ্রীয়করণ করতে চাইছেন তা কার্যত স্পষ্ট।'

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর আক্রান্ত

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার বিশ্বজিত বিশ্বাসের উপর প্রকাশ্য রাস্তায় হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।এই হামলার ঘটনায় বিশ্বজিতবাবুর পরিবার গভীর আতঙ্কে রয়েছেন। অভিযুক্ত প্রতিবেশী বাপি সরদারের নামে ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি। বিশ্বজিত বিশ্বাস ২০০৯ সালে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলার পদে দায়িত্বে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী পুতুল বিশ্বাস পাশের একটি পরিত্যক্ত জমিতে ময়লা ফেলতে গেলে প্রতিবেশী বাপি সরদার তাঁর উপর চড়াও হয়। সেই সময় প্রতিবেশীদেরহস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বিশ্বজিত বাবু যখন তাঁর ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসছিলেন,তখন ফের হামলার শিকার হন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী, রাস্তায় তাঁকে আটকে রেখে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে বাপি। ওই সময় তাঁর সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া পুত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলো।ছেলের সামনেই ঘটে যায় ভয়ানক এই ঘটনা। স্থানীয়রা ছুটে এসে বিশ্বজিতবাবুকে উদ্ধার করেন এবং আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এর আগেও একাধিকবার বাপির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়েবিরোধে জড়িয়েছিলেন বিশ্বজিতবাবু। ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক হিংসার ছায়া– তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বিশ্বজিত বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার পর প্রবল মানসিক চাপেরয়েছেন। এলাকায় নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তাঁরা। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

নাম না করে পুলিশ অফিসারকে 'টু পাইস ফাদার মাদার' বলে কটাক্ষ সাংসদ অরূপের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:নাম না করে বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ আধিকারিককে টু পাইস ফাদার মাদার বলে মঞ্চ থেকে আক্রমণ শানালেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। শুধু তাই নয়, এই ধরনের পুলিশ আধিকারিকরা তৃণমূল বা সরকারের বন্ধু নয় দাবী করে তাঁদের উপর কড়া নজর রাখার জন্যে দলীয় কর্মীদের নির্দেশও দিলেন সাংসদ। প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে সাংসদ এভাবে পুলিশক আক্রমণ করায় সমালোচনায় সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল।

বিজেপির দাবী সাংসদ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে আসলে পুলিশের দুর্নীতির কথাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

গতকাল বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের বিবড়দা গ্রামে দলের একটি কর্মসূচীতে অংশ নেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সেই কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখতে উঠে তাঁর আক্রমণের নিশানায় উঠে আসেন পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ। নাম না করে তালডাংরা থানার পুলিশের এক আধিকারিককে দাম্ভিক হিসাবে দাবী করে সাংসদ বলেন, একজন সাংসদ এলাকায় আসছে। একটি পুলিশের গাড়ি পথ দেখিয়ে তাঁকে সেখানে পৌঁছে দিতে এদের লজ্জা হয়। এরা তৃণমূলের ও সরকারের বন্ধু নয়।

তাই এদের উপর নজর রাখবেন। এদের সাথে বেশি বন্ধুত্ব করবেন না। এরপরই সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী সরাসরি ওই পুলিশ আধিকারিককে নিশানা করে বলেন, এরা টু পাইস ফাদার মাদার। এরা রোজগার করার জন্য তৃণমূলের আশ্রয় নেয়। এরা দেশসেবা করার জন্য আসেনি। তাই এদের উপর নির্ভর করা চলবে না। সাংসদ তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তালডাংরা থানার কোন আধিকারিককে নিশানা করলেন তা স্পষ্ট না করলেও পরে তিনি বলেন, এই এলাকা জঙ্গলমহল এটা তালডাংরা থানার আধিকারিকের মনে রাখা উচিৎ। কিন্তু তাঁর ন্যুনতম সৌজন্যতাটুকুও নেই। বিষয়টি পুলিশের উর্ধতন আধিকারিকদের জানানো হবে। বিজেপি নেতা এলে তো পিছন পিছন নেংটি কুকুরের মতো দৌড়ে বেড়ায়।

সাংসদের এমন মন্তব্যে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবী সাংসদ প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিলেন পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্থ এবং তৃণমূলের দলদাস।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

অভিষেকের সাংসদ কোটার টাকায় কেল্লার মাঠ বাঁধের কাজ শুরু হল

নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: সাংসসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার অন্তর্গত কেল্লার মাঠ পর্যটকদের কাছে অতি পরিচিত একটি পিকনিক স্পট আগস্ট মাস থেকেই এই কেল্লার মাঠে পর্যটকদের ভিড় ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে কলকাতা থেকে কাছেপিঠে কয়েক ঘন্টার সময় কাটানোর জন্য হুগলির নদীর তীরবর্তী এই কেল্লার মাঠ পর্যটকদের কাছে অতি পরিচিত স্থান। তাই এবারে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার এই কেল্লার মাঠ কে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত প্রথম পর্যায়ে এক কোটি সাত লক্ষ টাকায় আড়াইশো মিটার বাঁধ ব্লক পিচিং করা হবে। তারপরে এই কেল্লার মাঠটি কে মাটি ফেলে আরও উঁচু করা হবে পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ব্যবস্থা থাকবে আধুনিক মানের টয়লেট ও বসার জায়গা করা হবে। যেখানে দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এলে নদীর পাড়ে বসে হুগলি নদীর তার প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারে তার যা যা উপায় আছে সেই সব ব্যবস্থা করার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে যা পৌরসভার তত্ত্বাবধানে এইভাবে সাজানো হবে। ইংরেজ আমলে এই চিংড়িখালি ফোর্টি এখন মানুষের কাছে কেল্লার মাঠ হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। ইংরেজদের ব্যবসার কারণে ডায়মন্ড হারবারে এই হুগলি নদীর তীরে তাদের বসবাস গড়ে তুলেছিল সেই নিদর্শন আস্তে আস্তে হুগলি নদীতে সবকিছু তলিয়ে গেলেও এখনো কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে এই কেল্লার মাঠে আর তারি টানে পর্যটকরা দূরদূরান্ত থেকে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য কাছে পিঠে ডায়মন্ড হারবারে কেল্লার মাঠে চলে আসেন। কেল্লার মাঠে যে নদী বাউন্ডারি আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তা বেশ কিছু জায়গা ভেঙে গেছে তলিয়ে গেছে কিছুটা অংশ সেই সব জায়গাগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণা করার জন্য সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার একটি প্রোপজাল পাঠিয়েছিল সেই প্রপোজালের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে

বিজেপির প্রধান লক্ষ্য মুসলিমদের উদ্বাস্তু করে ছাড়া করা: পার্থ ব্যানার্জী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার সেন্ট্রাল পার্কসার্কাসে 'দেশের ভবিষ্যৎ ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আর এস এস মুখপাত্র অধ্যাপক ড: পার্থ ব্যানার্জী। পার্থ ব্যানার্জী বলেন আর এস এস মানেই বি জে পি , এদের একমাত্র কাজই হচ্ছে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা । এদের প্রধান লক্ষ্যই হল মুসলিমদের মুসলিমদের হত্যা করা এবং উদ্বাস্তু করে দেওয়া । তারপর দ্বিতীয় টার্গেট খ্রিস্টান ও ভারতবর্ষের যাঁরা উন্নতি চান মোট কথা ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সম্প্রদায় । এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক মেসবাহুল ইসলাম, সমাজকর্মী রাজীব কান্তি রায়, চিকিৎসক নায়েব সিদ্দিকী, প্রাক্তন সরকারী আধিকারিক সৈয়দ নাসিরউদ্দিন, নুরুল আমিন, আরফান আলি বিশ্বাস, সমাজকর্মী অ্যানি ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন।।

ফোন ফেরাল জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হারিয়ে যাওয়া পোন ফেরাল জাঙ্গিপাড়া থানার সাইবার হেল্প ডেস্ক"। উক্ত অনুষ্ঠানের সাক্ষী রইলেন তমাল সরকার, এসডিপিও চন্ডীতলা, সন্দীপ গাঙ্গুলী, সিআই চণ্ডীতলা, অনিল রাজ, ওসি জ্যাঙ্গিপাড়া সহ থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীগণ। খোয়া যাওয়া ৪০ টি বহুমূল্য মোবাইল ফোন এবং শুভাশীষ ঘোষে ও দীপ ব্যানার্জীর প্রতারিত টাকা ফেরানো হল হুগলি জেলার এসপি কামনাশীষ সেন এবং হুগলী গ্রামীণ পুলিশের জঙ্গীপাড়া থানার উদ্যোগে। ব্যাপক খুশি হন প্রাপকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে নষ্ট মাঠের ফসল, চিন্তায় চাষিরা

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতেই দিশেহারা রায়দিঘি, মথুরাপুর বিভিন্ন এলাকায় দিশেহারা চাষীরা। মাঠে পড়ে রয়েছে সোনালী শস্য বাড়িতে তোলার আগেই ভিলেন বৃষ্টি দিল পাকা ধানে মই। বোরো ধানের গাছ কাটা অবস্থায় বৃষ্টিতে একেবারে সবকিছু তছনছ। বৃষ্টির জলে ধানগুলো ভিজে যাওয়া-সিস থেকে ধানগুলো ঝরে যাওয়ার সম্ভবনা বেশি। তাই পাকা ধান ঘরে তোলার জন্য চাষিরা মাঠে জমা জল তুলে ফেলার জন্য মোটর বসিয়েছেন। মাঠের পর মাঠ জলে ডুবে থাকা এই ধানগুলো কিভাবে বাড়ি খামারে তুলবেন সেই দুশ্চিন্তায় চাষীরা। এবছর ধান চাষে প্রচুর খরচ হয়েছে মূলত সার ঔষুধের দাম বৃদ্ধি থাকার কারণে খরচ বেশি হয়েছে। আর এই বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে ধান নষ্ট হওয়ার চাষীরা ধান চাষে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে এমনটা জানায় চাষিরা। চাষিরা সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছে সরকার যদি আর্থিক সাহায্য করে তাহলে ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে চাষিরা।

ক্যাম্প ছাড়ার চাপ দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ক্যাম্প ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছে প্রশাসন। শুক্রবার এমনটাই অভিযোগ তুলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন মালদার বৈষ্ণবনগরের পারলালপুর হাইস্কুলের ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ধুলিয়ানের ঘরছাড়া পরিবারের সদস্যরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শুক্রবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। প্রতিনিধিরা তাদের সঙ্গে কথা বলে চলে যাওয়ার পরপরই প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাদের ক্যাম্প ছেড়ে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে ক্যাম্পের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দেয়। বাইরের কোন আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছেনা। কার্যত কারাবন্দী অবস্থায় ক্যাম্পে তাদের দিন কাটছে। তাই তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাদের বাড়ির এলাকায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্পের দাবী জানাচ্ছেন। তা হলেই তারা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। এসব অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া তুলে ধরেই এদিন ক্যাম্পে আশ আশ্রয় নেওয়া ধুলিয়ানের ঘরছাড়া। পরিবারের সদস্যরা মালদা মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং এবং কালিয়াচক-৩নং ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদারকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি দল সেহারাবাজার মিশনে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তাদের আন্ডারে প্রায় ১৬ টির বেশি প্রতিষ্ঠান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গলে কাজ করে যাচ্ছে। একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিষয়ক এক সম্মেলনে অংশ নিতে ভারতে আসা মালয়েশিয়ার একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব বর্ধমান জেলার সেহারাবাজারে অবস্থিত রহমানিয়া আল আমিন মিশনে বিশেষ সফরে এলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ট্রাস্টের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন। বিদেশি এই সদস্যরা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ এই সংস্থার সাফল্যে অভিভূত হন।

প্রতিনিধি দলের সদস্য নুর হালিনি বিন্তি ইলিয়াস, যিনি মালয়েশিয়ায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে।"

মালয়েশিয়া থেকে আরও চারজন প্রতিনিধি এই সফরে অংশ নেন আজিরোহ বিন্তি আব্দুল আজিজ, সিতি নাদিয়া ও ডক্টর সুন্দর রাজন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাদক্ষ বিশ্বনাথ রায়, সর্বশিক্ষা মিশনের কো-অর্ডিনেটর মিসকিন আলি, মিশনের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্ররা। ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন জানান, "আমাদের লক্ষ্য শুধু জেলা বা রাজ্য নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের কার্যক্রম স্বীকৃতি পাচ্ছে, যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।"

প্রতিনিধি দল রহমানিয়া আলামিন মিশনের পাশাপাশি আল-মদিনা জামে মসজিদ, দীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজসহ ট্রাস্ট পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

সফর শেষে প্রতিনিধি দল জানায়, "আমরা এমন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এসে এত উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ। ভবিষ্যতে আমরা আবারও এই সংস্থার কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে আসতে আগ্রহী।" এই সফর নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আশা মিশনের।

জেলা কংগ্রেস সাংগঠনিক সভা করল তমলুকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: শুক্রবার তমলুকে জেলা কংগ্রেস অফিসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের একটি সাংগঠনিক সভা হয়। এ আই সি সি জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে দিল্লীতে এআইসিসি হেড কোয়াটারে যে সভা হয়েছিল সেই সভার নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা থেকে বুথ পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা সবিস্তারে আলোচনা হয়। ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' নিয়ে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গে যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবিতে জেলা জুড়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সবাই সভাপতিত্ব করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মানস কর মহাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক তাপস মাইতি, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সনৎ বটব্যাল, বারিদ বরন মহান্তি, সাধনকান্তি উত্থাসনী, শিউ মাইতি, গ্রাম প্রধান হুসেনারা বিবি , জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিগণ এবং জেলা মাইনোরিটি শেলের চেয়ারম্যান শেখ সফিরুদ্দিন খান, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী লিরিকা মুক্তার ও অন্যান্য নেত্রীবর্গ।

এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য বুনিয়াদপুরে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। মূলত স্বামীর পরকীয়ার জেরে খুন বলে অভিযোগ মৃতার বাপের বাড়ির লোকেদের। ঘটনায় স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের মৃতার পরিবারের লোকেদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত খুশিপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধুর নাম পারুল সরকার(৩৬)। তাঁর স্বামীর নাম নয়ন সরকার। তদের একটি মাবালিকা মেয়ে এবং এক নাবালক ছেলে রয়েছে। শুক্রবার সকালে শোবার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পারুলকে দেখা যায় বলে দাবি স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকের। তারাই তড়িঘড়ি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে জানায়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ এবং মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুনিয়াদপুর পুরসভার পৌর প্রশাসক। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ, পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে তাদের বাড়ির মেয়েকে। এবিষয়ে মৃত গৃহবধুর ভাই কমল মন্ডল জানান, তার জামাইবাবু পাশ্ববর্তী এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত বহুদিন ধরে। যা নিয়ে দিদির ওপর শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার চালাত নয়ন সরকার ও তার বাবা মা। দুদিন আগে দিদি তাদের বাড়িতে এসেছিল। তাকে নয়ন সরকার মেরে ফেলবে বলে জানায়। কিন্তু দিদিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফের স্বামীর কাছে পাঠান তারা। জামাই নয়ন সরকারকেও বোঝান তারা। কিন্তু এদিন সকালে দিদির মৃত্যু সংবাদ পান । তার দিদিকে জামাই নয়ন খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এমনকি সন্দেহ দূর করতে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় নয়ন এবং তার বাবা মা সহ অবৈধ সম্পর্কিত মহিলাও যুক্ত। তারা শাস্তি চাইছেন।

বুনিয়াদপুর পুরসভার পৌর প্রশাসক কমল সরকার জানান, প্রতিদিন সকালে তাঁরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘোরেন। মানুষের সমস্যাগুলি সচক্ষে দেখে সমাধানের চেষ্টা করেন। এদিন ১ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে ঘটনার কথা জানতে পারেন। পুলিশ ঘটনাটি দেখে যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় তা বলা হয়েছে। এবিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বরুনহাটে সভা

আপনজন: শুক্রবার বসিরহাটের বরুনহাট বাজারে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে এক সভা হয়। হিন্দু-মুসলিম একত্রে শপথ নেন হিংসা ছড়ানো মোদি সরকারকে গদি থেকে হটাতেই হবে!

অলৌকিকের চেয়েও বেশি: অতিরিক্ত সময়ে যেভাবে অবিশ্বাস্য জয় পেল ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: ওল্ড ট্রাফোর্ডের ঘড়িতে তখন ১০৯ মিনিট। গোল করলেন লিঁও ফরোয়ার্ড আলেক্সান্দার লাকাজেত্তে। তাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মৌসুম কার্যত শেষ। কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগের এ ম্যাচে ৪-২ গোলে পিছিয়ে ইউনাইটেড। দুই লেগ মিলিয়ে পিছিয়ে থাকার ব্যবধান ৬-৪। অতিরিক্ত সময় শেষ হতে বাকি মাত্র ১১ মিনিট। গ্যালারি ছেড়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডের গেট দিয়ে বাড়ির পথ ধরেন ইউনাইটেডের হাজারো সমর্থক। তাদের জন্য এই ম্যাচে আর কী বাকি থাকে!
রিও ফার্ডিনান্ডও তা-ই ভেবেছিলেন। ক্লাবটির সাবেক এ ডিফেন্ডার টিএনটি স্পোর্টসের ধারাভাষ্যে বলেন, 'ইউনাইটেডের অলৌকিকের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন।' ওল্ড ট্রাফোর্ডে ঠিক তারপরই অলৌকিত্ব ধরা দিল!
ম্যাচের বাকি তখন ৬ মিনিট। কাসেমিরো ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পায় ইউনাইটেড। ১১৪ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করেন ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটে ইউনাইটেডের আরেক মিডফিল্ডার কোবি মাইনোর জোরালো বাঁকানো শট আশ্রয় নেয় লিঁওর জালে। ফিরতি লেগে তখন ইউনাইটেড ৪-৪ গোলে সমতায়। টাইব্রেকারের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল। তাতেও ইউনাইটেডের খুব বেশি স্বস্তি পাওয়ার কথা নয়। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে এই ওল্ড ট্রাফোর্ডেই এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে ফুলহামের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু হ্যারি ম্যাগুয়ার ভেবেছেন অন্য কিছু।
ম্যাগুয়ারের হেডে গোলের পর উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গ্যালারি। ম্যাগুয়ার তাঁর সতীর্থদের নিয়ে উদ্‌যাপনে হন আত্মহারা ম্যাগুয়ারের হেডে গোলের পর উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গ্যালারি। ম্যাগুয়ার তাঁর সতীর্থদের নিয়ে উদ্‌যাপনে হন আত্মহারাএএফপি ইউনাইটেডের ধারাবাহিক পতনে ম্যাগুয়ারকে সবচেয়ে বেশি বলির পাঁঠা বানানো হয়। যদিও বড় ম্যাচে ম্যাগুয়ারই সবচেয়ে বেশি মাথা তুলে দাঁড়ান ইউনাইটেডের হয়ে। সেই ম্যাগুয়ারই ভেবেছিলেন আজ (কাল রাতে) অন্তত বিদায় নেবেন না। মাইনোর গোলের এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে (যোগ করা সময়) হেডে গোল করেন ম্যাগুয়ার। উন্মাদের মতো উদ্‌যাপনে মাতল ওল্ড ট্রাফোর্ডের গ্যালারি, উন্মাদ কি ম্যাগুয়ার নিজেও হননি? এ তো অবিশ্বাস্য এক জয়!
শেষ বাঁশি বাজার পর চোখেমুখে অবিশ্বাস ফুটিয়ে টিএনটি স্পোর্টসকে ফার্ডিনান্ড বলেছেন, 'দর্শক হিসেবে আমি এমন কিছু কখনো দেখিনি। অসাধারণ। ৪-২ গোলে পিছিয়ে থাকতে আমরা অনেক দর্শককেই গ্যালারি ছেড়ে যেতে দেখেছি, সবাই ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আমি নিজেও ধারাভাষ্যে বলেছি, ঘুরে দাঁড়াতে ইউনাইটেডের অলৌকিকত্বের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন এবং আমার মধ্যে সেই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, কারণ এটা দুর্দান্ত ব্যাপার।'
ইংল্যান্ডের সাবেক গোলকিপার পল রবিনসনও বিস্ময়ে থ বনে গিয়ে বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে বলেন, 'ওল্ড ট্রাফোর্ডের ভেতরের দৃশ্যগুলো একদমই অন্য রকম। আমি কখনো এমন কিছু দেখিনি। স্টুয়ার্টস থেকে দর্শক কিংবা সাপোর্ট স্টাফ—সবাই মাঠে। আন্দ্রে ওনানা ভিক্টরি ল্যাপ দিচ্ছে। ওল্ড ট্রাফোর্ড অনেক বছর এমন কিছু দেখেনি। মনে হয় না এমন ম্যাচ এর আগে কখনো দেখেছি।

অবসরের সময় হয়ে গেছে, আইপিএলে 'সুপার ফ্লপ' রোহিতকে নিয়ে শেহবাগ

আপনজন ডেস্ক: এমন চলছে বছরের পর বছর। রোহিত শর্মা আইপিএলে ম্যাচের পর ম্যাচ খেলেন আর ব্যর্থ হন। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচে তাঁর রান মোট ৮৪। বোঝাই যাচ্ছে 'সুপার ফ্লপ'। আইপিএলে এমন রোহিতকে দেখে ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেহবাগ তো বলেই দিয়েছেন, রোহিতের অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গেছে।
আইপিএলে রোহিত ২০১৩ সালের পর কখনো এক মৌসুমে ৫০০ রান করতে পারেননি। এ সময়ে ৪০০ রানের ক্লাব ছুঁয়েছেন মাত্র ৪ মৌসুমে।
২০১৬ সালের পর থেকে ২০২৩ সালের আইপিএল পর্যন্ত ৭ মৌসুমে কখনো ৩০ গড়েও রান করতে পারেননি। এ সময়ে গড়ের হিসাবে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২১ সালে। সেবার ১৩ ম্যাচে ২৯ গড়ে ৩৮১ রান করেছিলেন রোহিত।
রোহিতের সঙ্গে একই সময়ের ডেভিড ওয়ার্নারের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪—এ সময়ে ওয়ার্নার আইপিএলে ৫০০-এর বেশি রান করেছেন সাতবার। বিরাট কোহলি পাঁচবার, যেখানে ২০১৬ সালে করেছেন ৯৭৩ রান। ২০২৩ সালে ৬৩৯, গত বছর ৭৪১ রান। আইপিএলে স্ট্রাইক রেটও কখনোই আহামরি ছিল না রোহিতের। আইপিএল ক্যারিয়ারে রোহিত সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেন গতবার—১৫০।
রোহিতকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এ কারণেই। কাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ৪ উইকেটে জয়ের ম্যাচে ২৬ রানে আউট হওয়া রোহিতকে নিয়ে ক্রিকবাজে শেহবাগ বলেছেন, 'রোহিতের অবসরের সময় হয়ে গেছে এবং এর আগে তার এমন কিছু দেওয়া উচিত ভক্তদের, যা মনে রাখার মতো হয়—এমন কিছু যা মানুষকে ভাবায়, 'ওকে এখন বাদ দিচ্ছে না কেন?'
রোহিতের পরিসংখ্যান তুলে ধরে শেহবাগ বলেছেন, 'যদি আপনি গত ১০ বছরে রোহিতের আইপিএলের পরিসংখ্যান দেখেন, তাহলে দেখবেন ও মাত্র একবারই ৪০০ রানের বেশি করেছে। অর্থাৎ ও সেই ধরনের খেলোয়াড় না যে ভাবে তাকে ৫০০ বা ৭০০ রান করতেই হবে। কিন্তু যদি রোহিত ভাবে, তাহলে হয়তো করতেও পারে। যখন ও ভারতের অধিনায়ক হয়, তখন বলেছিল সে এমন একজন খেলোয়াড় হতে চায় যে পাওয়ারপ্লেতে সুযোগ নেবে, ঝুঁকি নেবে—সব আত্মত্যাগ নিজে করতে চায়। কিন্তু সে এ বিষয়টা বিবেচনা করছে না, যখন নিজে পারফর্ম করছে না, তখন ওর নিজের লিগ্যাসিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'
রোহিতের খেলার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শেহবাগ, 'আর ১০টা বল নাও, কিন্তু অন্তত টিকে থাকো এবং নিজেকে একটা সুযোগ দাও। বারবার ও ব্যাক-অব-দ্য-লেংথ ডেলিভারিতে পুল শট খেলতে গিয়ে আউট হচ্ছে। তাই রোহিতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এক ইনিংসে ও একবারও পুল শট খেলবে না। কিন্তু কে রোহিতকে এটা বুঝিয়ে বলবে? কারও তো থাকা উচিত যে রোহিতকে বলতে পারে, সাধারণ ক্রিকেট খেলো। যখন আমি খেলতাম, তখন শচীন, দ্রাবিড় বা গাঙ্গুলিরা আমাকে বলত—'সাধারণ ক্রিকেট খেলো।"'

তারা তিন ভাই: একজন বাংলাদেশে, একজন ভারতে, একজন পাকিস্তানে

আপনজন ডেস্ক: 'আমরা তিন ভাই; কিন্তু আছি তিন দেশে'—কারেন ভাইয়েরা মজা করে এই কথা বলতেই পারেন।
পেশাগত কারণে অনেককেই তো বিদেশবিভুঁইয়ে থাকতে হয়। বেন কারেন, স্যাম কারেন ও টম কারেনও ক্রিকেটীয় কারণে আছেন তিন দেশে। তবে তিন ভাইয়ের বর্তমান ঠিকানা প্রতিবেশী তিন দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে গত মঙ্গলবার বাংলাদেশে এসেছে জিম্বাবুয়ে দল। সিলেটে প্রথম টেস্ট শুরু আগামী রোববার। কারেন ভাইদের মেজ জন বেন জিম্বাবুয়ে দলের সঙ্গে এই মুহূর্তে সিলেটে আছেন। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত মুখ স্যাম এখন আছেন ভারতে। আইপিএলে খেলছেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। আর বড়জন টম কারেন আছেন পাকিস্তানে। পিএসএলে তাঁকে নিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। অর্থাৎ, টম এখন বাংলাদেশের লেগ স্পিন অলরাউন্ডার রিশাদ হোসেনের সতীর্থ। আপাদমস্তক ক্রিকেট পরিবার বলতে যা বোঝায়, কারেন পরিবার তেমনই। এই পরিবারের তিন প্রজন্ম ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারেন ভাইদের দাদা প্যাট্রিক কারেন ছিলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার, বাবা কেভিন কারেন জিম্বাবুয়ের হয়ে ১১টি ওয়ানডে খেলেছেন। তবে টম কারেন ও স্যাম কারেন ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ইংল্যান্ডের হয়ে দুজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন—২০১৯ সালে টম জিতেছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২২ সালে স্যাম জিতেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বড় আর ছোট ভাইয়ের মতো বেন কারেনও ঘরোয়া ক্যারিয়ার ইংল্যান্ডে শুরু করেছিলেন। তবে জাতীয় দল বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি বাবার পথে হেঁটে জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২৮ বছর বয়সী এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান জিম্বাবুয়ের হয়ে এখন পর্যন্ত ৩টি টেস্ট ও ৬টি ওয়ানডে খেলেছেন। ১টি করে ফিফটি ও সেঞ্চুরিতে করেছেন ৩৬৯ রান। বাংলাদেশে তিনি এবারই প্রথম এসেছেন। সিলেটে সময়টা তাঁর ভালোই কাটার কথা। তবে ভারত ও পাকিস্তানে স্যাম ও টমের সময়টা ভালো কাটছে না। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার পর আইপিএলে স্যামের কদর বেড়ে গিয়েছিল। সেই বছর নিলামে স্যামকে ১৮ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনেছিল প্রীতি জিনতার দল পাঞ্জাব কিংস, যা তাঁকে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় করে তুলেছিল। কিন্তু গত বছর থেকে ফর্ম হারাতে শুরু করেন স্যাম। বাদ পড়েন জাতীয় দল থেকে। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইংল্যান্ড দলেও তাঁর জায়গা হয়নি। আইপিএলেও স্যামের দামে অস্বাভাবিক পতন হয়েছে। সাড়ে ১৮ কোটি স্যামকে এবার মেগা নিলামে ২ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে পেয়ে গেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। আইপিএলে চেন্নাইয়ের প্রথম দুই ম্যাচে এই বাঁহাতি অলরাউন্ডারকে খেলানোও হয়েছে। কিন্তু ভালো করতে না পারায় (ব্যাটিংয়ে ৪ ও ৮ রান, বোলিংয়ে নেই কোনো উইকেট) আপাতত বেঞ্চ গরম করতে হচ্ছে। ফর্ম বিবেচনায় টম কারেন আছেন আরও বাজে অবস্থায়। ইংল্যান্ড জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন সেই ২০২১ সালে। পিএসএল ড্রাফট থেকে লাহোর কালান্দার্স এই বোলিং অলরাউন্ডারকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলারে (৬০ লাখ ৭০ হাজার টাকা) কিনলেও এখনো কোনো ম্যাচ খেলায়নি। লাহোরের স্কোয়াড এবার বিদেশি অলরাউন্ডারে ঠাসা—বাংলাদেশের রিশাদের সঙ্গে জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা, নামিবিয়ার ডেভিড ভিসা ও ইংল্যান্ডের টম কারেন।

ট্রাভিস হেডের বিজ্ঞাপনে বেঙ্গালুরুকে অপমান, আদালতে মামলা

আপনজন ডেস্ক: বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ ভারতের দক্ষিণের দুই রাজ্য কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার রাজধানী। নানা বিষয়ে তাদের মাঝেমধ্যে ঝামেলায় জড়াতে দেখা যায়।
আইপিএলে ট্রাভিস হেড আবার দুই রাজ্যের দলের হয়েই খেলেছেন। ২০১৬ ও ২০১৭ মৌসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে কাটানো হেড এখন খেলছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। বিজ্ঞাপনে বেঙ্গালুরুকে খোঁচা দিতে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক পরিবহন পরিষেবা কোম্পানি উবার হয়তো অস্ট্রেলিয়ার এই ওপেনারকেই উপযুক্ত মনে করেছে।
কিন্তু বিজ্ঞাপনে হেডকে দিয়ে বেঙ্গালুরুকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটিকে অপমানজনক মনে হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের। উবারের বিরুদ্ধে তাই দিল্লি উচ্চ আদালতে মামলা করেছে তারা।
গত ৫ এপ্রিল একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিও প্রকাশ করে উবার। ৫৮ সেকেন্ডের ভিডিওটি ইউটিউবে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪ লাখ বার দেখা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, উবার চালককে সঙ্গে নিয়ে ট্রাভিস হেড একটি স্টেডিয়ামে যান (যেটিকে বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম বোঝানো হয়েছে)। সেখানে বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ ম্যাচ হওয়ায় কথা। বিজ্ঞাপনের শুরুতে হেড বলেন, 'বেঙ্গালুরু, তোমরা কি হেডেকের (মাথাব্যথা) জন্য প্রস্তুত?' এরপর স্টেডিয়ামের গেটে গিয়ে পাহারাদারদের জানান, তিনি সম্প্রচারকর্মী। এই কথা বলে স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এরপর সঙ্গে নিয়ে আসা স্প্রে পেইন্টিং বের করে বেঙ্গালুরুর নামের ওপর 'রয়্যালি চ্যালেঞ্জড' লিখে দেন হেড। পাহারাদাররা সেটি বুঝতে পেরে হেড ও তাঁর এক সঙ্গীকে তাড়া করেন। বিপদ আঁচ করতে পেরে হেড সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন এবং বাইরে অপেক্ষারত উবারের বাইকে চড়ে পালিয়ে যান। পালিয়ে যেতে যেতে হেড বলেন, 'আমি ট্রাভিস হেড এবং আমরা হায়দ্রাবাদি।'
বিজ্ঞাপনটি দেখার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মালিকপক্ষের মনে হয়েছে, উবার তাদের ব্র্যান্ডকে নিয়ে উপহাস করেছে। এ কারণে তারা দিল্লি উচ্চ আদালতে উবারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে।
বিজ্ঞাপনে স্প্রে পেইন্টিং বের করে বেঙ্গালুরুর নামের ওপর 'রয়্যালি চ্যালেঞ্জড' লিখে দেন ট্রাভিস হেড
বিজ্ঞাপনে স্প্রে পেইন্টিং বের করে বেঙ্গালুরুর নামের ওপর 'রয়্যালি চ্যালেঞ্জড' লিখে দেন ট্রাভিস হেডছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
বেঙ্গালুরুর আইনি প্রতিনিধি শ্বেতশ্রী মজুমদারের দাবি, বেঙ্গালুরুর ব্র্যান্ডকে ছোট করতেই ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বিজ্ঞাপন বানানো হয়েছে। এটা করতে উবার বেঙ্গালুরুর সাবেক ক্রিকেটার ট্রাভিস হেডকে ব্যবহার করেছে।
শ্বেতশ্রী মজুমদার আদালতকে আরও জানিয়েছেন, উবার বেঙ্গালুরুর জনপ্রিয় স্লোগান নিয়েও উপহাস করেছে।
আইপিএলের শুরু থেকেই খেলে আসা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এখন পর্যন্ত একটিবারও শিরোপা জিততে পারেনি। এরপরও তারা একটি স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতি বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে খেলতে নামে।
কন্নড় ভাষায় স্লোগানটি হলো 'এ সালা কাপ নামদে' (এর অর্থ—এ বছর কাপ আমাদের)। কিন্তু কোনোবারই কাপ তাদের হয় না বলে অন্য দলের সমর্থকেরা বেঙ্গালুরুকে খোঁচা দেয়।
বিজ্ঞাপনেও এই স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে। আদালতকে শ্বেতশ্রী মজুমদার জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুর অনুমতি না নিয়েই উবার তাদের বিজ্ঞাপনে স্লোগানটি ব্যবহার করেছে।
তবে উবার জানিয়েছে, কারও অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপনটি তৈরি করা হয়নি।
মামলাটিকে তারা বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষের বোকামি মনে করছে।
উবার আরও জানিয়েছে, বিজ্ঞাপনে বেঙ্গালুরু শহরের যানজটের কথা বলা হয়েছে, বিরাট কোহলি-রজত পতিদারদের দলের কথা বলা হয়নি।
উবারের আইনজীবী বলেছেন, 'উবারের বিরুদ্ধে মামলা করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ভারতীয় জনগণের রসবোধকে বাজেভাবে অবমূল্যায়ন করেছে। এটি একটি সৃজনশীল বিজ্ঞাপন। এর মাধ্যমে কারও ক্ষতি করা হয়নি।'
আদালত দুই পক্ষেরই যুক্তিতর্ক শুনেছেন। তবে রায় ঘোষণা করেননি। বিজ্ঞাপনের মডেল বা অভিনয়শিল্পী হওয়ায় ট্রাভিস হেডকে আদালতের মুখোমুখি হতে হবে কি না, সে ব্যাপারেও কিছু জানানো হয়নি।

২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে নিজের কাছে 'সৎ' থাকতে চান মেসি

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সম্ভবত—লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না? মেসি নিজেই এ নিয়ে কথা বলেছেন এর আগে। গত বছর নভেম্বরে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, তিনি এখনো নিশ্চিত নন। আগে বছরটা ভালোভাবে শেষ করতে চান। ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে এগোতে চান প্রতিটি দিন ধরে ধরে।
আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি মেসির আগামী বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন গত মার্চে। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলকে হারানোর পর স্কালোনি বলেছিলেন, দেখা যাক কী হয়, এখনো তো হাতে সময় আছে। মেসির সিদ্ধান্ত মেসিকেই নিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন স্কালোনি। ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন আবারও করা হয়েছিল মেসিকে।
আর্জেন্টিনার সাবেক ডিফেন্ডার কিকে উলফের অনুষ্ঠান 'সিম্পলি ফুটবল'কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা। ইএসপিএনে দীর্ঘ ২৪ বছর এ অনুষ্ঠান চলার পর এখন ইউটিউবে প্রচারিত হচ্ছে। ইন্টার মায়ামি কমপ্লেক্সের ভেতরে কিকে উলফ এবং তাঁর ছেলে পেদ্রোর নেওয়া এই সাক্ষাৎকারে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি, '২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে এ বছরটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। অবশ্যই আমি বিশ্বকাপ এবং সেখানে থাকা নিয়ে ভাবছি। কিন্তু আমি প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি। সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) আমি থাকতে পারব কি না, এ বিষয়ে আমার নিজের সঙ্গে আমাকে সৎ থাকতে হবে।'
মেসি জানিয়েছেন, তিনি 'কোনো লক্ষ্যস্থির করতে চান না।'
শারীরিকভাবে কেমন অনুভব করছেন সেটা ৩৭ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ডের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেসি বলেছেন, 'এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারতাম না। শুধু বিশ্বকাপটাই ছিল না। আমি সবকিছু জিতেছি। সবকিছুই অর্জন করেছি। বিশ্বকাপ বার্সেলোনায় আছে, সেখানে রাখা আছে।

উইলিয়ামসনের চোখে আগামীর সেরা পাঁচ তারকা

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসন এক সাক্ষাৎকারে বিশ্ব ক্রিকেটের পরবর্তী 'ফ্যাব ফাইভ' হিসেবে উঠে আসতে পারেন এমন পাঁচজন তরুণ খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) করাচি কিংস দলে থাকলেও, উইলিয়ামসন এখন ভারতেআইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সেখানেই এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় এই পাঁচজন তরুণ ক্রিকেটার আগামী দিনে বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করতে পারে— যশস্বী জয়সওয়াল (ভারত), শুভমন গিল (ভারত), রচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড), হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড) এবং ক্যামেরন গ্রিন (অস্ট্রেলিয়া)। উইলিয়ামসনের সেই অনুষ্ঠানে ভক্তদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল। ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথনে মজার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হন উইলিয়ামসন।

কন্যার ছবি প্রকাশ্যে আনলেন লোকেশ রাহুল, জানালেন নামও

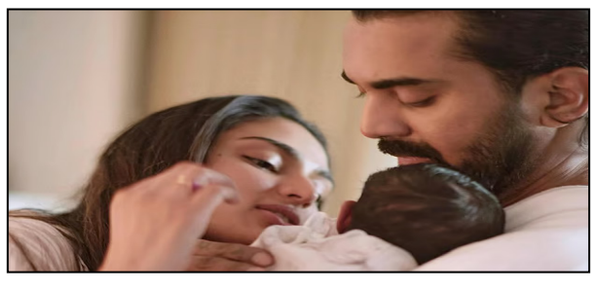

আপনজন ডেস্ক: মা-বাবা এবং ছোট্ট কন্যার একটি ছবি।
বাবা লোকেশ রাহুল সেই ছবিতে মেয়েকে কোলে নিয়ে আছেন, পাশে দাঁড়িয়ে মা আতিয়া শেঠি। কন্যার মুখ দেখা যাচ্ছে না ছবিতে। সেটার দরকারও ছিল না।
বাবা-মায়ের মুখে প্রকাশিত আবেগ আর ছবির ক্যাপশনেই যেন সবটা ফুটে উঠেছে: 'আমাদের মেয়ে, আমাদের সবকিছু। ইভারাহ—ঈশ্বরের উপহার।' প্রথমবারের মতো কন্যার ছবি প্রকাশের জন্য লোকেশ রাহুল যে দিনটা বেছে নিয়েছেন, সেটাও বিশেষ। ১৮ এপ্রিল, তাঁর নিজের জন্মদিন। নিজের সেই ৩৩তম জন্মদিনে ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জানালেন তাঁদের কন্যার নাম, যার জন্ম হয়েছিল গত ২৪ মার্চ।
রাহুল আর আতিয়ার সম্পর্কের শুরু ২০১৯ সালে। আতিয়া বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠির কন্যা। কয়েক বছরের প্রেমের পর ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে খান্ডালায় সুনীল শেঠির ফার্ম হাউসে খুবই ঘরোয়া এক আয়োজনে বিয়ে করেন তাঁরা। গত বছরের নভেম্বরে জানা গিয়েছিল মা-বাবা হতে যাচ্ছেন লোকেশ রাহুল-আতিয়া শেঠি দম্পতি। খবরটা নিশ্চিত করেছিলেন স্বয়ং রাহুলের শ্বশুর সুনীল শেঠি। গত মার্চে শুরু হয়েছে এ মৌসুমের আইপিএল। রাহুলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচ ছিল ২৪ মার্চ। সন্তান জন্মদানের সময় স্ত্রী আতিয়ার পাশে থাকতে সেই ম্যাচে খেলা হয়নি রাহুলের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**